**বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ**

(বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)

**কর্তৃক কওমী মাদরাসাসমূহের 'পরিচালনা বিধি' হিসাবে অনুমোদিত**

# দস্তুরুল মাদারিস

[মাদরাসা পরিচালনা বিধি]

**বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ**

২০৫, কাজলার পাড় (ভাঙ্গাপ্রেস), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬

# দস্তুরুল মাদারিস


| | | |
|---|---|---|
| **প্রকাশনায়** | : | **বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ** |
| **পরিবেশনায়** | : | আল-বেফাক পাবলিকেশন্স |



**স্বত্ব** : বেফাক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত



| | | |
|---|---|---|
| **প্রথম প্রকাশ** | : | রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরি<br>মে ২০০৩ ঈসায়ি<br>জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বাংলা |
| **দ্বিতীয় প্রকাশ** | : | মুহাররম ১৪৩০ হিজরি<br>জানুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ি<br>মাঘ ১৪১৫ বাংলা |
| **তৃতীয় প্রকাশ** | : | সফর ১৪৩৭ হিজরি<br>নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ি<br>অগ্রহায়ণ ১৪২২ বাংলা |
| **চতুর্থ প্রকাশ** | : | সফর ১৪৪৫ হিজরি<br>সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঈসায়ি<br>ভাদ্র ১৪২৬ বাংলা |
| **কম্পিউটার কম্পোজ** | : | বেফাক কম্পিউটার্স |
| **মূল্য** | : | ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র। |

# বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল্লামা মাহমুদুল হাসান দামাত বারাকাতুহুম-এর বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বমানবতার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। মহান স্রষ্টা আল্লাহর পরিবর্তে মানুষ নিজের হাতে গড়া মূর্তির পূজা করত, মৃত পশু ভক্ষণ করত, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা তাদের ভূষণে পরিণত হয়েছিল। ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যদিনের ব্যাপার। এভাবে তারা মনুষ্যত্বের সব গুণ হারিয়ে পশুত্বের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাক জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে। তিনি এ পৃথিবীতে এসে আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে মাত্র ২৩ বছরে এমন একটি উন্নত নৈতিক গুণসম্পন্ন আদর্শ জাতি গড়ে তোলেন, যারা সৃষ্টি করেছেন মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা সোনালি যুগ।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বর জাতি যে শিক্ষার স্পর্শে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল, সেই কুরআনী শিক্ষাই মানুষ গড়ার মৌলিক শিক্ষা। মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে হেরা গুহায় এ শিক্ষাধারার সূচনা হয় এবং সুদীর্ঘ ২৩ বছর সময়কালে তা পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বনবী অনাগত বিশ্বের সকল মানুষের কাছে এই শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রথমে পবিত্র মক্কার দারে আরকামে, অতঃপর মসজিদে নববীতে মাদরাসা চালু করেন। পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে মনীষীবৃন্দ তা লালন করে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে এ শিক্ষাধারার বর্তমান ধারক বর্তমান যুগের কওমী মাদরাসা।

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানবজাতিকে কুরআনভিত্তিক শিক্ষা দিয়ে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন, সেহেতু এ শিক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির ইহ ও পরকালীন কল্যাণ। যেহেতু মুসলিম জাতির জন্য এ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, তাই এ শিক্ষাধারা সংরক্ষণ ও লালন করা মুসলিম জাতির অপরিহার্য কর্তব্য।

জ্ঞানী মহলের কাছে অবিদিত নয়, সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ শিক্ষাধারা সারা পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, ব্রিটিশ রাজশক্তির দ্বারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ শিক্ষার ওপর চরম আঘাত নেমে আসে। এরই অংশ হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ভারত উপমহাদেশে লাখ লাখ মাদরাসা বন্ধ করে দেয়। তখন মুখলিস উলামায়ে হক বেসরকারিভাবে এ শিক্ষাধারা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন এবং উত্তর ভারতের দেওবন্দ নামক এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে হাজার বছর ধরে চলে আসা এই শিক্ষাধারা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। সম্পূর্ণ বেসরকারি পর্যায়ে শুধু জনগণের সার্বিক সহায়তায় এ ধারা চালু করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে তা 'কওমী মাদরাসা' অর্থাৎ 'জাতীয় মাদরাসা' নামে পরিচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত শিক্ষাধারা যেহেতু মানবজাতির বিশেষভাবে মুসলিম জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির মাধ্যম, সেহেতু এটাই মুসলিম জাতির জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক শিক্ষার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা, যার বর্তমান উত্তরসূরি এ যুগের কওমী মাদরাসা। তাই কওমী মাদরাসাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মিলিতভাবে এ চিন্তাধারার সংরক্ষণ,

বিকাশ, উন্নয়ন, প্রচার-প্রসার, চর্চা-গবেষণা ও অনুশীলনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে এবং দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ ও ভাবধারা অনুকরণ ও অনুসরণে ১৯৭৮ সালে একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ'- বা 'বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর পক্ষ থেকে কওমী মাদরাসাসমূহ পরিচালনার জন্য একটি দস্তুর (গঠনতন্ত্র) [মাদরাসা পরিচালনা বিধি] প্রণয়ন করা হয়।

এ দস্তুর-এর আংশিক সংশোধনীসহ পুনঃবিন্যাসকৃত খসড়া বিগত ১৯ মার্চ ২০০৩ ঈসায়ি তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয় এবং তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তীকালে দস্তুরুল মাদারিস তৃতীয়বার প্রকাশিত হয় নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ি সনে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর চতুর্থবার পরিমার্জিতরূপে প্রকাশের তাওফিক লাভ করায় আমি মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকর আদায় করছি এবং এ কাজের সঙ্গে জড়িত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান রব্বুল আলামীন সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

**মাহমুদুল হাসান**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

# ভূমিকা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد

ইলমে ওহী ও উলূমে নবুওয়াতই প্রকৃত ইলম। এ ইলমই পারে তমসাচ্ছন্ন মানব সমাজকে আলোকোজ্জ্বল মুক্তির রাজপথে উঠিয়ে নিয়ে আসতে, সভ্যতার আলো ঝলমল ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। এই ইলম ও সেই অনুযায়ী আমলই মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। মানুষের মাঝে জাগিয়ে তোলে মানবতাবোধ। মানুষের মধ্যকার কু-প্রবৃত্তি দমন করে তাকে করে ফেরেশতার মতো পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। স্রষ্টার প্রেম ও তাঁর সান্নিধ্য চেতনায় মানবাত্মাকে করে উন্মুখ। জাগতিক মোহজাল ছিন্ন করে মানুষ তখন ছুটে চলে জান্নাত লাভের আশা নিয়ে। এ চেতনার সমৃদ্ধ মানুষই ইহজগতেও রচনা করে অনাবিল এক জান্নাতী পরিবেশ।

তাই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এই ইলমকে ধারণ, বহন, প্রচার ও প্রসারের প্রাণান্তকর প্রয়াস চলে আসছে। উলামা, ফুকাহা, মুজাদ্দেদীন, মুহাদ্দিসীন ও সুলাহায়ে উম্মাত অত্যন্ত বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে এই ইলমের হেফাজত ও ইশাআতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। বাতিলের রক্তচক্ষু, শাসকদের নির্যাতন, কুচক্রীদের প্রলোভন বা জাগতিক ভোগ-বিলাসের মোহ কোনো কিছুই তাদেরকে আপন কর্তব্য থেকে মোটেই বিচ্যুত করতে পারেনি।

ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে সাহাবায়ে কেরামের যুগেই। তখন থেকেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চলে আসছিল। ফলে ভারতবর্ষে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। মুসলিম শাসনের দীর্ঘ সাতশ বছরে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এতটাই অগ্রসর হয়ে যায় যে, কোনো নগর বন্দর এমন ছিল না যেখানে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এমনকি গ্রাম-পল্লী পর্যন্ত এ শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এ শিক্ষাধারার অনুসারীরাই ভারতবর্ষে ইসলামী আদর্শ বিস্তারে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

সেযুগে পৃথিবীর সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে বিদেশীরা আসত ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। অন্য বৈদেশিক কোম্পানিগুলোর মতো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসে একদিন এ দেশের রাজক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। ক্ষমতার আসন পাকা করার জন্য তারা সুদূরপ্রসারী আগ্রাসী তৎপরতা শুরু করে। অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে পঙ্গু করে দেয় এ দেশের মানুষকে, স্তব্ধ করে দেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এ দেশের মানুষের মন-মস্তিষ্ক। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করে আদর্শিক চেতনার ভিত্তিতে জেগে ওঠা সম্ভাব্য বিপ্লবের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়।

তাদের ক্ষমতার বিস্তার দেখে এ দেশের অধিকাংশ মানুষ পরাধীনতার জীবন গ্রহণ করে নিলেও সত্যের অতন্দ্র প্রহরী স্বাধীনচেতা উলামায়ে কেরাম তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তারা স্বাধীনতার পক্ষে অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকেন নীরবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। বিরোধিতা, বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উপর্যুপরি কর্মসূচি দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলেন ক্ষমতাসীন ইংরেজদেরকে। ফলে উলামায়ে কেরামের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার, তাদের সহায়-সম্পদ হয় বাজেয়াপ্ত। জেল-জুলুম, হত্যা- নির্যাতন, দেশান্তর ও দ্বীপান্তর কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু কোনো কিছুই তাদেরকে দমিত করতে পারেনি। তাদের ছড়ানো সেই চেতনা ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত হতে থাকে সারা দেশে। ইংরেজরা বিষয়টি অনুধাবন করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করে দেওয়ার হীন মানসে সব সরকারি জায়গীর ও অনুদান বন্ধ করে দেয় এবং ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সরকারি চাকুরি থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু আলেম সমাজ এতে দমবার পাত্র নন। তারা জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ইলমে দীন হেফাজতের নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে তুললেন

দারুল উলূম দেওবন্দ। ক্রমশ সারা দেশে একই ধারা ও প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে হাজার হাজার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার পাশাপাশি আজাদীর দীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেওয়া হতো এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাদের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার চেতনা। দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার অনুসারী এই সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীরবে চেতনা বিলায় স্বাধীনতার। ফলে সারা দেশে দানা বেঁধে ওঠে এক নীরব আন্দোলন। ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য সহায়-সম্বলহীন অবস্থার মাঝেই অগ্রসর হতে থাকে এই শিক্ষা ব্যবস্থা। দীনের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারে তাদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত, বাতিল কুসংস্কার প্রতিরোধে তাদের রয়েছে এক উজ্জ্বল দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু যা বাস্তব তা হলো দীনি তা'লীম ও তারবিয়াতের কাজ উপমহাদেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠান। দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা কারিকুলামকে মূল হিসাবে সামনে রেখে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার অভিরুচির অনুকূলে সময়ের দাবির নিরীখে শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচিতে সংস্কার করতে থাকে। ফলে একই ধারার অনুসারী এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কারিকুলামে মৌলিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অমিল সৃষ্টি হয়। শ্রেণির নামকরণ, বর্ষ নির্ধারণ এমনকি পাঠ্যসূচিতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তা ছাড়া সামষ্টিক উদ্যোগে যে উন্নতি ও অগ্রগতি হওয়া সম্ভব, তা থেকে জাতি বঞ্চিত থাকে। সময়ের সাথে পাল্লা দেওয়ার প্রয়োজনে শিক্ষা ধারায় সংস্কারের যে প্রয়োজন তাও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি।

সব সমস্যাকে কাটিয়ে উঠে ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি অভিন্ন খাতে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সমন্বিত ও সার্বজনীন উদ্যোগের। তা ছাড়া বিংশ শতকের শুরুতে বাতিলের প্রচার করা সাংগঠনিকভাবে তৎপরতা শুরু করে। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় হিমশিম খেতে থাকে। বাতিল যেভাবে আসে তার মোকাবেলাও সেভাবেই করতে হয়- এটা ইতিহাসের অমোঘ শিক্ষা। তাই সংগঠিত বাতিলকে রোখার যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদে বিংশ শতকের শেষার্ধের শুরুভাগে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার এবং একই কারিকুলাম ও সিলেবাসের আওতায় শিক্ষাকে আরও গঠনমুখী, গতিশীল ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কোথাও কোথাও জেলাভিত্তিক ঐক্যও গড়ে ওঠে। কিন্তু ব্যাপক ভিত্তিতে এ সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৃহত্তর ঐক্যের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গৃহীত হয় যথেষ্ট বিলম্বে। ১৯৭৮ ঈসায়ি সালে ঢাকার শায়েস্তা খাঁ হলে সর্বদলীয় উলামায়ে কেরামের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশের সকল কওমী মাদরাসাকে এক সূত্রে গ্রথিত করার সুমহান লক্ষ্যে 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' নামে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সেই থেকেই যাত্রা শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানের। নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার মাঝ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে মুসলিম উম্মাহর সংকটকালে যথাযথ দিকনির্দেশনার পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, নেসাব ও সিলেবাস সংশোধন, শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং এ দেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শিক কাঠামোর ভিত্তিতে আকাবির ও আসলাফের চিন্তাধারার ওপর এক সূত্রে গ্রথিত করার মহৎ উদ্যোগও চালিয়ে যাচ্ছে। নেসাবের ভিন্নতার সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য যুগপ্রেক্ষাপট সামনে রেখে সারা দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং জাতির জন্য কল্যাণকর একটি নেসাবের খসড়া প্রাথমিকভাবে পেশ করে ক্রমান্বয়ে তা সংস্কারের মাধ্যমে আরও ফলপ্রসু, কল্যাণকর ও যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি সারা দেশের কওমী মাদরাসাসমূহের পরিচালনা পদ্ধতি ও পরিচালনাবিধি তথা গঠনতন্ত্রে যে ভিন্নতা রয়েছে তা দূরীকরণের প্রচেষ্টাও পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি প্রয়োজন। এটিকে আধুনিক পরিভাষায় গঠনতন্ত্র বা পরিচালনা বিধি বলা হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ, চিন্তাধারা ও কারিকুলাম অনুসরণ করে আমরা চলি। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠালগ্নেই এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য এটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহ.) তাঁর পরিশুদ্ধ আত্মশক্তি ও বিদগ্ধ চিন্তার আলোকে ৮টি মূলনীতি প্রণয়ন করেছিলেন- যা ইতিহাসে "উসূলে হাশত গানাহ বা মূলনীতি অষ্টক" নামে পরিচিত। তিনি তার বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও রুহানী প্রজ্ঞার আলোকে সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় অনুদানের প্রাচীন প্রথার পরিবর্তে জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। ৮ দফা মূলনীতি পরিসরে অতিক্ষুদ্র হলেও তাতে একটি দীনি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক পরিষদ, পরিচালকমণ্ডলী, মুহতামিম ও আসাতিযায়ে কেরামের নৈতিক ও আদর্শিক বৈশিষ্ট্য, তাদের করণীয় ও দায়-দায়িত্ব, সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি, ছাত্র সংক্রান্ত নীতিমালা, ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারন করা, চাঁদার মাধ্যমে জনসংযোগ ও ইসলামী ব্যবস্থার পক্ষে জনমত তৈরি, জনগণকে দীনের সাথে সম্পৃক্ত করা, এলাকার জনগণকে দীন সম্পর্কে সচেতন করার সহজতর উপায়, জুহদ ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন ইত্যাদি বহুমুখী দিক নির্দেশনা ছিল। পরবর্তী কালের গবেষকরা সেই মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেগুলোকে 'ইলহামী মূলনীতি' বলে অভিহিত করেছেন। মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে তিনি একথাও বলেছেন, দীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য মৌলিকভাবে এ সকল মূলনীতিকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতে হবে। মূলনীতিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. যথাসম্ভব মাদরাসার কর্তৃপক্ষকে অধিক হারে চাঁদা আদায়ের বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নিজেও এর জন্য চেষ্টা করবেন, অন্যের মাধ্যমেও চেষ্টা করাতে হবে। মাদরাসার হিতাকাঙ্ক্ষীদেরও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

২. যেভাবেই হোক মাদরাসার ছাত্রদের খানা চালু রাখতে হবে; বরং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মাদরাসার হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামীদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩. মাদরাসার উপদেষ্টাগণের মাদরাসার উন্নতি, অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় একগুঁয়েমি যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আল্লাহ না করুন যদি এমন অবস্থা হয় যে, উপদেষ্টাগণ স্বমতের বিরোধিতা কিংবা অন্যের মতের সমর্থন করার বিষয়টি সহনশীলভাবে গ্রহণ করতে না পারেন; তাহলে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল নড়বড়ে হয়ে পড়বে। আর যথাসম্ভব মুক্তমনে পরামর্শ দিতে হবে এবং মাদরাসার শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি লক্ষণীয় হতে হবে। স্বমত প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি থাকবে না। এজন্য পরামর্শদাতা মতামত প্রকাশকালে তার মতামত গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী থাকবেন না। পক্ষান্তরে শ্রোতাদের মুক্তমন ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তা শ্রবণ করতে হবে। এরূপ মনোবৃত্তি রাখতে হবে- যদি অন্যের মত যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য হয়, তাহলে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা গ্রহণ করা হবে কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত এমন বিদগ্ধ জ্ঞানী আলেম থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন- যিনি এ সকল দীনি প্রতিষ্ঠানের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী। তবে যদি ঘটনাক্রমে উপদেষ্টা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করে ফেলা হয়, তাহলে কেবল এ জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে না যে, আমার সাথে পরামর্শ করা হলো না কেন। কিন্তু যদি মুহতামিম কারো সঙ্গেই পরামর্শ না করেন তাহলে অবশ্যই উপদেষ্টা পরিষদ আপত্তি করতে পারবে।

৪. মাদরাসার সকল মুদাররিসকে অবশ্যই সমমনা ও একই চিন্তা-চেতনার অনুসারী হতে হবে। সমকালীন (দুনিয়াদার) আলেমদের মতো নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধিতে কিছুতেই

লিপ্ত হবে না। আল্লাহ না করুন, যদি কখনো এরূপ অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে মাদরাসার জন্য এটি হবে বড়ই অকল্যাণকর।

৫. পূর্ব থেকে যে পাঠ্যসূচি নির্ধারিত রয়েছে কিংবা পরবর্তীকালে পরামর্শের ভিত্তিতে যে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হবে, তা সম্পন্ন হবে- এই ভিত্তিতেই পাঠদান করতে হবে। অন্যথায় এ প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না, আর যদি হয়ও, তবু তা ফায়দাজনক হবে না।

৬. এ প্রতিষ্ঠানের জন্য যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হবে; ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার শর্তে তা এমনিভাবেই চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন কোনো জায়গীর লাভ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, মিল ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা, কিংবা বিশ্বস্ত আমির উমারার অনুদানের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি তাহলে এরূপ মনে হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার দোদুল্যমান অবস্থা যা মূলত আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার মূল পুঁজি, তা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং গায়েবি সাহায্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। তদুপরি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মচারীদের মাঝে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ-বিবাদ দেখা দেবে। বস্তুত আয়-আমদানি ও গৃহাদি নির্মাণের বিষয়ে অনেকটাই অনাড়ম্বরতা ও উপায়-উপকরণহীন অবস্থা অবলম্বন করার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৭. সরকার ও আমির উমারার সংশ্লিষ্টতাও এ প্রতিষ্ঠানের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে বলে মনে হচ্ছে।

৮. যথাসম্ভব এমন ব্যক্তিদের চাঁদাই প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক বরকতময় বলে মনে হচ্ছে, যাদের চাঁদা দানের মাধ্যমে সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকবে না। বস্তুত চাঁদা দাতাগণের নেক নিয়ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক স্থায়িত্বের কারণ হবে বলে মনে হয়।

পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় মুহতামিম হযরত মাওলানা শাহ রফীউদ্দীন (রহ.) যখন ইহতিমামের জিম্মাদারি গ্রহণ করেন তখন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ব্যাপারে ৮ দফা সম্বলিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে মজলিসে শূরাকর্তৃক তা অনুমোদন করিয়ে নেন। সে নীতিমালাতে একটি দীনি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিধি কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। নীতিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটি কাজকর্মের তদারকি ও পরিচালনার ভার যেমন একজন পরিচালকের মতামত ও সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিতে হয়, তদ্রূপ এই প্রতিষ্ঠান দারুল উলূমের অভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে মুহতামিমের সিদ্ধান্তের ওপর উপদেষ্টা পরিষদ ও পরামর্শ দাতাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না। তবে প্রত্যেকেই আপন আপন অবস্থানে থেকে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন; মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ যেমন মজলিসে বসে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে থাকেন।

২. খুঁটিনাটি কাজকর্মে যারা অধম (মুহতামিম)কে সাহায্য করবেন অথবা পরামর্শ দান করবেন; অধম (মুহতামিম) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তবে কাজ কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব অধম (মুহতামিম)-এর ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

৩. যদি মুহতামিমের পদক্ষেপ কিংবা কাজকর্ম কোনো ব্যক্তির নিকট (তিনি শূরার সদস্য হোন বা সাধারণ কেউ হোন) ক্ষতিকর বা আপত্তিকর মনে হয়; সে কারণে তিনি মুহতামিমের কাজে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। বরং এক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি শূরার মজলিসে উত্থাপন করে সে ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করবেন। শূরায় যা সিদ্ধান্ত হবে মুহতামিম তা মানতে বাধ্য থাকবেন। সে ব্যাপারে মুহতামিমের কোনো ওজর-আপত্তি চলবে না।

৪. শূরার সকল বৈঠকে মুহতামিমের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। তার অনুপস্থিতিতে কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। যদি মুহতামিমের কোনো কাজ নিয়ে আলোচনা হয়, তবুও তার উপস্থিতি অপরিহার্য। মুহতামিমের কোনো কাজের ব্যাপারে অভিযোগ ও আপত্তি মজলিসে উত্থাপন করার অধিকার শূরার সকল সদস্যের থাকবে এবং এসব আপত্তি ও অভিযোগের জবাবদিহি করার অধিকার মুহতামিমের থাকবে।

৫. আশু বাস্তবায়নের দাবি রাখে এমন জরুরি কাজ সমাধা করার জন্য শূরার মজলিস আহ্বান করে তা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সুযোগ যদি না থাকে, তাহলে মুহতামিম সাহেব পত্র মারফত সকলকে তা অবহিত করবেন এবং কাজটি সমাধা করে ফেলবেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে পরবর্তী মজলিসে সকল সদস্য বিষয়টি মঞ্জুর করে নেবেন।

৬. প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আয়ের দায়িত্ব মুহতামিমের ওপর অর্পিত থাকবে। নিয়মিত খাত ও জরুরি খরচের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যা শূরা বা আমেলা কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া হবে) মুহতামিমের হাতে থাকা একান্ত অপরিহার্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা হলে তা ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

৭. প্রতিদিন যথাসময়ে মুহতামিমকে মাদরাসায় উপস্থিত হতে হবে এবং সে সময় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্পাদন করতে হবে।

৮. উপর্যুক্ত দফাগুলো শূরাকর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে; যাতে তা মুহতামিমের জন্য সনদ হতে পারে এবং গঠনতান্ত্রিক মর্যাদা লাভ করে।

এই নিয়মনীতিই ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় সংযোজনের মাধ্যমে দারুল উলূমের 'কাদীম দস্তুরে আসাসী' বা প্রাথমিক মূল গঠনতন্ত্রের রূপ লাভ করে। সেই মূল গঠনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা সৃষ্টি এবং একটি ব্যাপকতর সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন করে তোলা। শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসারের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে দীনের খেদমত করা।

২. আমল ও আখলাকের দীক্ষা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।

৩. ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সমাজের চাহিদার নিরিখে যুগসম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন ও খায়রুল কুরুনের (সাহাবীগণের যুগের) ন্যায় আখলাকী ও আমলী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।

৪. সরকারি প্রভাবমুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা।

৫. দীনি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ এবং দারুল উলূমের সাথে সেগুলোকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়িব সাহেব (রহ.) দারুল উলূমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বর্ণনাকালে নিম্নোক্ত শিরোনামগুলো উল্লেখ করেছেন :

১. মাজহাবিয়্যাত অর্থাৎ ধার্মিকতা ও আদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা।

২. দায়েমী আজাদী বা চিরস্থায়ী সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জন।

৩. মেহনত পসন্দী ও সাদেগী বা পরিশ্রমী ও সহজ-সরল জীবনধারা অবলম্বনের অভ্যাস গঠন করা।

৪. আখলাক ও বুলন্দ কিরদার অর্থাৎ আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও উন্নত আদর্শের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি।

৫. ইনহিমাকে ইলমী বা শিক্ষা-দীক্ষায় একাগ্রতার পরিবেশ গড়ে তোলা।

পরবর্তী সময়ে সেই প্রাথমিক দস্তুরে আসাসীতে পরিমার্জন ও সংযোজন করে দারুল উলূমের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। পরবর্তী কালে উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব (রহ.) দীনি মাদারিসের গঠনতান্ত্রিক বিষয়ে কিছু সংস্কারমূলক প্রস্তাব দিল্লির আমিনিয়া মাদরাসার অষ্টম বার্ষিক সভায় লিখিত আকারে উল্লেখ করেছিলেন। তার প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ :

১. যেহেতু দীনি মাদরাসাসমূহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন- দীনি ইলমের প্রচার ও প্রসার; অতএব দীনি মাদরাসাসমূহের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে একটি নীতিমালার আওতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং পরস্পরে বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হওয়া উচিত।

২. দীনি মাদরাসাসমূহের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়- তার কারকুন অর্থাৎ শূরার সদস্যবৃন্দের ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের আলেম না হওয়া। যদি তাদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহলে দীনি ইলমের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকেফহাল থাকেন না। অপর দিকে অনেক মাদরাসার মুহতামিম দীনি শিক্ষায় যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান, তবে হিসাব-নিকাশে পারদর্শী না হন, এ কারণে দীনি মাদরাসাসমূহের শূরার সদস্যবৃন্দের অবশ্যই আলেম ও দিয়ানতদার হওয়া প্রয়োজন। তাহলে তারা দীনি প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও মেজাজ অনুযায়ী শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন; যার ভিত্তিতে সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা হবে। কেননা শূরাই মূলত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে থাকে।

এ ছাড়াও আরও কতিপয় প্রস্তাব ছিল যা এখানে উল্লেখ করা হলো না। আমাদের দেশের কওমী মাদরাসাসমূহ তাদের নেসাবের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বিধি বা গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রেও দারুল উলূম দেওবন্দের গঠনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে। তবে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করতে থাকে। কোথাও গঠনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মাদরাসার গঠনতন্ত্রে নীতিগত বিস্তর পরিবর্তন সাধন করা হয়। ফলে নামে দেওবন্দী বলা হলেও পরিচালনা পদ্ধতি আর দেওবন্দী মাদরাসার অনুরূপ থাকেনি। এভাবে একই আদর্শের অনুসারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এটি জাতীয় ঐক্যের পথেও বাধার সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও মাদরাসার কমিটিতে কোনো আলেম না থাকার কারণে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা তাদের মর্জি অনুযায়ী মাদরাসা পরিচালনা করেন। এতে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ যে নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকে, তা অনেক প্রতিষ্ঠানেই থাকে না। এ কারণে প্রয়োজন দেখা দেয় এমন একটি মৌলিক দিকনির্দেশনার যা অনুসরণ করে বেফাকভুক্ত কিংবা অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পরিচালনা বিধি ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে এবং সে ভিত্তিতে একই নিয়মের আওতায় সারা দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হতে পারে। বেফাকের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর হযরত নানুতবী (রহ.) কর্তৃক রচিত উসূলে হাশত্ গানাহ, মাওলানা রফীউদ্দীন (রহ.) কর্তৃক রচিত ইন্তিজামী উসূলে হাশত গানাহ, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ (রহ.)-এর প্রস্তাবাবলি ও দারুল উলূম দেওবন্দের দস্তুর তথা গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে আসলাফ ও আকাবিরের চিন্তাধারার আলোকে একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া নমুনা প্রস্তুত করা হয়।

বেফাক এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বেফাকভূক্ত সকল মাদরাসাকে অবশ্যই উল্লিখিত ধারাসমূহ অনুসরণ করে তাদের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন/সংশোধন করে নিতে হবে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের অনুসরণীয় বিধি ও নমুনা গঠনতন্ত্র উপস্থাপন করা হলো। আশা করি প্রতিটি মাদরাসা তার গঠনতন্ত্র এই আলোকে তৈরি করে জাতীয় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে ঐক্যের পথ প্রশস্ত করবে এবং বেফাকুল মাদারিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ সর্বদা সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে। আল্লাহ আমাদের চলার পথে সহায় হোন। আমীন!

**মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার (রহ.)**
**সাবেক মহাসচিব**

# মাদরাসাসমূহের গঠনতন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধানসমূহ

**বেফাকভূক্ত মাদরাসাসমূহের গঠনতন্ত্রে যে সব বিষয় ও ধারা থাকা অপরিহার্য :**

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের শুরুতে অর্থাৎ প্রথম অনুচ্ছেদে একটি ভূমিকা থাকতে হবে; তাতে প্রতিষ্ঠানটির সূচনার তারিখ ও ইতিহাস অর্থাৎ উদ্যোক্তা, ভূমিদাতা, সূচনার প্রক্রিয়া এবং অগ্রগতির মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অনূর্ধ্ব (ছাপার অক্ষরে) দুই পৃষ্ঠায় উল্লেখ করতে হবে।

২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের নাম, নামকরণের তাৎপর্য (যদি থাকে), সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে) ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। মনোগ্রাম উল্লেখ থাকাও কাম্য।

৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান অর্থাৎ জেলা, থানা, পোস্ট অফিস, পোস্ট কোড নম্বর, গ্রাম, হোল্ডিং নং ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান তার পরিমাণ, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, ওয়াকফসূত্রে বা ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. চতুর্থ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিবরণ পেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নমুনা গঠনতন্ত্রের ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করত প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকলে তাও উল্লেখ করা যাবে। তবে সংযোজিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবশ্যই নমুনা গঠনতন্ত্রে বিবৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা তার বিপরীত হতে পারবে না।

৫. পঞ্চম অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নমুনা গঠনতন্ত্রের ৫ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিটি হুবহু উল্লেখ করতে হবে।

৬. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থা, প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং তার গঠনপদ্ধতির উল্লেখ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে নমুনা গঠনতন্ত্রের ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দু'টি মজলিসের মধ্যে মজলিসে শূরা অবশ্যই থাকতে হবে এবং মজলিসে আমেলা প্রয়োজন সাপেক্ষে থাকতে পারে।

৭. সপ্তম অনুচ্ছেদে মজলিসে শূরার গঠন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রের ৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শূরার গঠন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো বহাল রেখে স্থানীয় প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক সামান্য রদবদল করা যাবে, যেমন সদস্য সংখ্যা কমানো-বাড়ানো যাবে। তবে শূরার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অবশ্যই আলেম হতে হবে।

৮. অষ্টম অনুচ্ছেদে মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রের ৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দায়িত্ব ও অধিকারগুলোর মৌলিকতা রক্ষা করে প্রয়োজনে কোনো ধারায় সামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিংবা প্রতিষ্ঠান ছোট হলে সকল ধারা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

৯. নবম অনুচ্ছেদে শূরার অধিবেশন সংখ্যা, কোরাম, নোটিশ ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

১০. দশম অনুচ্ছেদে মজলিসে আমেলার গঠন পদ্ধতি ও কাঠামোর বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। মজলিসে আমেলা অবশ্যই শূরাকর্তৃক মনোনীত হবে এবং মুহতামিম পদাধিকার বলে তার সম্পাদক হবেন। মজলিসে আমেলার মেয়াদ কাল ৩ বছর হবে, প্রয়োজনে কম-বেশি করা যাবে।

১১. একাদশ অনুচ্ছেদে মজলিসে আমেলার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকারের কথা উল্লেখ করতে হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রের ১১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দায়িত্ব ও অধিকারসমূহের সাথে প্রয়োজনে আরও ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

১২. দ্বাদশ অনুচ্ছেদে মজলিসে আমেলার পদধারীদের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও অধিকারের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। এজন্য নমুনা গঠনতন্ত্রের ১২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রত্যেক পদধারীর যোগ্যতা, দায়িত্ব ও অধিকারের বিবরণে বর্ণিত মৌলিক ধারাগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। মাদরাসার মুহতামিম সম্পাদক থাকবেন। অতএব সম্পাদক হিসেবে মুহতামিম নমুনা গঠনতন্ত্রে আলোচিত সম্পাদকের দায়িত্ব ও অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

১৩. ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে মজলিসে আমেলার অধিবেশন সংখ্যা, কোরাম, নোটিশ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

১৪. চতুর্দশ অনুচ্ছেদে মুহতামিমের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও অধিকারের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রের ১৪ নং অনুচ্ছেদের মৌলিক ধারাসমূহ রক্ষা করা এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হবে।

১৫. পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে মাদরাসার অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে, তাতে প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব ও অধিকারের বিবরণও উল্লেখ করতে হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রের ১৫ নং অনুচ্ছেদ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা নেওয়া যাবে। এ সকল বিভাগ পরিচালনার জন্য অভ্যন্তরীণ পরিচালনাবিধি প্রণয়ন করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। মজলিসে আমেলার মঞ্জুরি ও শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ সব বিধি গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্টের মর্যাদা লাভ করবে।

১৬. ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদে মাদরাসার ফান্ডসমূহের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। কোন ফান্ডের আয়ের উৎস কী হবে এবং ব্যয়ের খাত কী হবে তাও উল্লেখ করতে হবে। ফান্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যাংক একাউন্ট কার কার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে, এই অনুচ্ছেদে তাও উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে।

১৭. সপ্তদশ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবর্ষের সূচনা ও শেষ এবং সর্বমোট ছুটির দিনের সংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮. অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা কয়টি, কখন কখন হবে তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

১৯. ঊনবিংশ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদেরকে যেসব নিয়ম মেনে চলতে হবে; কর্তৃপক্ষের কার সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হবে, এতদসংক্রান্ত একটি নীতিমালা থাকতে হবে, যা মজলিসে শূরা কর্তৃক অনুমোদিত হবে। যাকে 'চাকুরি বিধি' ও 'আচরণ বিধি' বলা হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রে পরিশিষ্ট নং ১ এর 'চাকুরী বিধি' থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।

২০. বিংশ অনুচ্ছেদে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের ছুটির সুযোগ-সুবিধা ও নিয়মাবলি সংক্রান্ত বিধি-বিধান গঠনতন্ত্রের একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে পরিশিষ্টে সংযোজন করতে হবে। নমুনা গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্ট নং ২ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২১. একবিংশ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার একটি অনুমোদিত স্কেল থাকতে হবে। স্কেল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। প্রণীত স্কেল ও

তার নীতিমালা গঠনতন্ত্রের একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে পরিশিষ্টে সংযোজন করতে হবে। বেতন স্কেলের নীতিমালার জন্য নমুনা গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্ট নং ৩ দ্রষ্টব্য।

২২. দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদে এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সিলেবাসের ক্ষেত্রে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ কর্তৃক ঘোষিত সিলেবাস অনুসরণ করবে–একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে একথার উল্লেখ থাকতে হবে।

২৩. ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা কীভাবে করা হবে গঠনতন্ত্রে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

২৪. চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির প্রশ্নে তার সম্পদ কী করা হবে তার বিবরণ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত থাকতে হবে।

২৫. পঞ্চবিংশ অনুচ্ছেদে বেফাকুল মাদারিসের ইলহাক বাতিলযোগ্য হওয়া সাব্যস্তকরণ সংক্রান্ত বিধিমালা আলোচনা করা হবে।

এই সকল দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে গঠনতন্ত্র তৈরি করলে তা কীরূপ হবে তা অনুধাবনের জন্য একটি নমুনা গঠনতন্ত্রের কপি যুক্ত করে দেওয়া হলো।

আশা করি এই নমুনা কপি অনুসরণ করে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার গঠনতন্ত্র তৈরি/নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নেবে। উল্লেখ্য যে, গঠনতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই ধারা অনুসরণ ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরি প্রদান করা হবে না।

# গঠনতন্ত্রের নমুনা

## অনুচ্ছেদ-১

**প্রতিষ্ঠানের সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :**

(এই অনুচ্ছেদে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবে যা অনূর্ধ্ব দুই পৃষ্ঠার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে।)

## অনুচ্ছেদ-২

**নামকরণ :** প্রতিষ্ঠানের নাম.....

সংক্ষেপে ..... ও বলা যাবে।

## অনুচ্ছেদ-৩

**অবস্থান :** প্রতিষ্ঠানটি .....জেলার.....থানাধীন বা উপজেলার ..... গ্রামে/মহল্লায় .....নং খতিয়ানের ..... দাগভুক্ত/হোল্ডিং জনাব..... এর নিকট থেকে ওয়াক্‌ফসূত্রে/ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত মোট ..... শতাংশ জমির উপর বিদ্যমান। ভাড়া বাড়ি হলে লিখতে হবে .....নং ভাড়া বাড়িতে বিদ্যমান।

## অনুচ্ছেদ-৪

**প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

১. ইলমে ওহী ও উলূমে নবুওয়াতের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, আকাইদ, কালাম ও তাসাওউফ-এর শিক্ষাদান এবং এ সকল বিষয়ের জন্য সহায়ক বিষয়গুলো যথা- উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিক্‌হ, আরবী সাহিত্য, ইলমে নাহব, ইলমে ছরফ, ইলমে বালাগাত, ইলমে আরুজসহ হিকমাত (সাধারণ বিজ্ঞান), ফালসাফা (দর্শন), তর্কশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা দান।

২. শিক্ষার্থীরা যাতে জ্ঞান আহরণের সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সুন্নাতের অনুসারী এবং আকাবির ও আসলাফের আদর্শ ও চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় তারবিয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছাত্রদেরকে চরিত্রবান, আদর্শ, ভদ্র ও সমাজ সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে তোলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দান।

৩. শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বক্ষেত্রে দীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তাদেরকে ভাষা সাহিত্যে, লেখায়, বক্তৃতায়, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলা।

৪. ইসলামী আদর্শ, তাহযীব ও তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহমুখী ও আল্লাহর দীনের অনুসারী করে গড়ে তোলার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, সমাজের সকল মানুষের ঈমান-আকিদা সংরক্ষণের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার বাতিল মতবাদ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা।

৫. আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার নিমিত্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত ও প্রয়োজনীয় দীনি জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন কামিয়াবী অর্জন করা।

৬. ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাহত না হয় এমন ধরনের অর্থকরী ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আরও কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকলে যদি তা উপর্যুক্ত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে তাও এ স্থলে উল্লেখ করা যাবে।)

## অনুচ্ছেদ-৫

**প্রতিষ্ঠানের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি :**

১. **কওমী মাদরাসার সংজ্ঞা :** 'কওমী মাদরাসা' অর্থ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ, মূলনীতি ও মত-পথের অনুসরণে মুসলিম জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইলমে ওহীর শিক্ষাকেন্দ্র;

২. **'কওমী মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা' :**

(ক) ঈমান, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ (একমাত্র আল্লাহর ওপর নিরঙ্কুশ ভরসা) এবং সর্বাবস্থায় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের পরম ব্রত ও লক্ষ্য স্থির করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে ভয় ও আশার সম্পর্ক স্থাপন এবং তাতে অবিচল থাকা;

(খ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী "আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত-পথের উপর প্রতিষ্ঠিত" এর আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মতাদর্শ অনুসরণে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মা'সুম (নিষ্পাপ) হওয়ার বিশ্বাস এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যথাযথ আজমত (মর্যাদা) ও তাঁদের 'মিয়ারে হক' (সত্যের মাপকাঠি) হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে সুদৃঢ় করা ও তদনুসারে জীবন যাপন;

(গ) চার মাজহাবের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরমত সহিষ্ণুতার সাথে হানাফী মাজহাব অনুসরণ;

(ঘ) সুলূক ও আধ্যাত্মিকতায় সুপরিচিত চার তরীকা (চিশতিয়া, সোহরাওয়ারদিয়া, নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া ও কাদিরিয়া) সহ সকল হকপন্থি ধারার প্রতি সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ;

(ঙ) উপমহাদেশের ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর চিন্তাধারার অনুসারী ও অনুগামী হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.), হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) প্রমুখ আকাবিরে দেওবন্দের চিন্তা-চেতনার অনুসরণ এবং তা'লীম-তারবিয়াতসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতি, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ;

(চ) বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত নেসাবে তালীম (পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি) শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মাদরাসা পরিচালনা ইত্যাদিতে সরকারের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা।

(ছ) কওমী মাদরাসা কখনও এমপিওভুক্ত হবে না।

## অনুচ্ছেদ-৬

**প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থা :** এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তিনটি মজলিস থাকবে :

১. মজলিসে শূরা (সর্বোচ্চ পরিষদ)
২. মজলিসে আমেলা (নির্বাহী পরিষদ)
৩. মজলিসে ইলমী (শিক্ষা পরিষদ)

## অনুচ্ছেদ-৭

**মজলিসে শূরা গঠন পদ্ধতি :** মজলিসে শূরা হবে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দিকনির্দেশনা দানকারী এবং নীতি নির্ধারণী ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ পরিষদ। এই মজলিসের সদস্য কমপক্ষে **১১**জন থেকে সর্বোচ্চ **৩১**জন পর্যন্ত থাকতে পারবে। সকল সদস্য অবশ্যই দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শের অনুসারী উলামায়ে কেরাম হতে হবে। তন্মধ্যে মুহতামিম ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি দুইজন থাকবেন। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসারী, দীনদার ও আহলে খায়েরদের মধ্য থেকে হতে পারবে। এই মজলিসের কোনো মেয়াদকাল থাকবে না। অর্থাৎ এটি একটি স্থায়ী কমিটি হিসাবে পরিগণিত হবে।

কোনো কারণে মজলিসে শূরার কোনো পদ শূন্য হয়ে পড়লে, মজলিসে শূরার অপর সদস্যগণ নিজেদের মাঝে পরামর্শক্রমে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যধারী কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করে নেবেন।

**শূরার কাঠামো :** "মজলিসে শূরার স্থায়ী সভাপতি থাকা অপরিহার্য। একজন বিশিষ্ট আলেমকে স্থায়ী সভাপতি করা হবে। নির্বাচিত সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তবে যদি স্থায়ী সভাপতি না থাকেন কিংবা কোনো কারণে সভাপতি উপস্থিত না থাকেন, তাহলে উপস্থিত সদস্যদের কোনো একজন আলেমকে সভার সভাপতি নির্বাচিত করে সভার কাজ পরিচালনা করতে হবে।" মুহতামিম পদাধিকারবলে মজলিসে শূরা ও আমেলার সম্পাদক থাকবেন। অবশিষ্ট সকলেই সদস্য বলে গণ্য হবেন।

## অনুচ্ছেদ-৮

### মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১. প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে মজলিসে শূরা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী পরিষদ বলে গণ্য হবে।
২. বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেফাকের নীতি-পদ্ধতি, লক্ষ্য ও আদর্শের আলোকে প্রতিষ্ঠানের জন্য দস্তুর বা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন, গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করা। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিভাগীয় নিয়ম-কানুন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।
৩. গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে প্রতিষ্ঠানকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ, উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
৪. প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলার অনুমোদন দান, প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি গঠন করা এবং তাদের দায়-দায়িত্ব ও মেয়াদ কাল নির্ধারণ করা।
৫. মজলিসে আমেলা গঠন করা।

৬. মুহতামিম এর পদ শূন্য হলে নতুন মুহতামিম নিয়োগদান, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর নীতি ও আদর্শের আলোকে মজলিসে আমেলায় প্রস্তাবিত শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, অপসারণ, পদোন্নতি, পদাবনতি, স্কেল নির্ধারণ, পদমর্যাদা ও পদধারীদের দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ নির্ধারণ, প্রয়োজনে নতুন পদ সৃষ্টি এবং সৃষ্ট পদ বিলোপ সাধনের অনুমোদন দান।

৭. মজলিসে আমেলার সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করত মঞ্জুর কিংবা নামঞ্জুর করা।

৮. মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা ও সংশোধনীর পর অনুমোদন দান।

৯. মুহতামিম আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের সংরক্ষণ করবেন। উল্লেখ্য যে, মাদরাসার যাবতীয় সম্পত্তি শরীয়তের বিধান মতে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে গণ্য হয়।

১০. বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাজেটের অনুমোদন দান।

১১. অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহের পরিচালনার জন্য আমেলা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার অনুমোদন দান। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১২. আল্লাহ না করুন যদি কোনো সময় প্রতিষ্ঠান জটিলতার সম্মুখীন হয় কিংবা কোনো কারণে তাতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তা নিরসনের জন্য ত্বরিৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা। মজলিসে শূরা সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ হলে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর শরণাপন্ন হওয়া।

## অনুচ্ছেদ-৯

**শূরার অধিবেশন সংখ্যা, নোটিশ ও কোরাম ঃ** বছরে একবার অবশ্যই শূরার অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিকবার সাধারণ অধিবেশন বা জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা যাবে। সাধারণ অধিবেশনের নোটিশ ১০ দিন পূর্বে এবং জরুরি অধিবেশনের নোটিশ ৩ দিন পূর্বে দিতে হবে। শূরার অধিবেশনের তারিখ ও আলোচ্য বিষয় মজলিসে আমেলা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা কোরাম পূর্ণ হবে।

## অনুচ্ছেদ-১০

**মজলিসে আমেলার গঠন পদ্ধতি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

মজলিসে আমেলা হবে প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহের দায়িত্বশীল মজলিস। মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনার আলোকে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দান এই মজলিসের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে এই আমেলা যাবতীয় কাজকর্মের জন্য মজলিসে শূরার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। এই আমেলার সদস্যগণ শূরা কর্তৃক মনোনীত হবেন। কমপক্ষে ৭ থেকে অনূর্ধ্ব ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে আমেলা গঠন করা যাবে। তন্মধ্যে অধিকাংশ সদস্য আলেম হতে হবে। মজলিসে আমেলার অবকাঠামো হবে নিম্নরূপ :

১. সভাপতি.........১ জন
২. সম্পাদক (মুহতামিম) .........১ জন
৩. কোষাধ্যক্ষ .........১ জন
৪. শিক্ষক প্রতিনিধি.........২ জন
৫. অবশিষ্ট সকলে সাধারণ সদস্য হিসাবে থাকবেন।

উল্লেখ্য যে, মাদরাসার মুহতামিম পদাধিকার বলে মজলিসে আমেলার সম্পাদক থাকবেন। মুহতামিম শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মজলিসে আমেলায় প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন।

## অনুচ্ছেদ-১১

**মজলিসে আমেলার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার :**

১. প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা এবং অনুমোদনের জন্য তা মজলিসে শূরায় পেশ করা।
২. মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্দেশিত এবং অনুমোদিত কার্যাবলি ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা।
৩. মাদরাসার প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণ, আসবাব সামগ্রীর ব্যবস্থা, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আবাসিক ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করা।
৫. আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা এবং বছরান্তে আমেলার সদস্যদের থেকে তিন সদস্যের একটি অডিট টিম গঠন করে অভ্যন্তরীণ অডিট করানো। অতঃপর গ্রহণযোগ্য রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা চূড়ান্ত অডিট করিয়ে তার রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য শূরায় পেশ করা।
৬. রসিদ বহি মুদ্রণের অনুমোদন দান।
৭. বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন করে মজলিসে শূরায় পেশ করা। বিশেষ প্রয়োজনে বাজেট বহির্ভূত ব্যয়ের জন্য মুহতামিমের প্রস্তাব লিখিত হওয়া সাপেক্ষে অনুমোদন দান করা।
৮. মজলিসে শূরার তারিখ ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা।
৯. মাদরাসার ফান্ড গঠন এবং আয় বৃদ্ধির যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১০. প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দানের জন্য সাব-কমিটি গঠন, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা বিধি প্রণয়ন করা এবং মঞ্জুরির জন্য শূরায় পেশ করা।
১১. প্রয়োজনে মজলিসে আমেলার অনুমোদনক্রমে প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী এক বা একাধিক যোগ্য শিক্ষককে নায়েবে মুহতামিম নিয়োগ করা যাবে। যিনি প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে মুহতামিমকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং মুহতামিম সাহেব কর্তৃক নির্দেশিত দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন।

## অনুচ্ছেদ-১২

**মজলিসে আমেলার পদধারীদের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও অধিকার :**

**(১) সভাপতি :** যোগ্যতা- যেহেতু সভাপতি প্রতিষ্ঠানের মূল পরিচালক হয়ে থাকেন এবং দীনি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে অনুধাবন করা একজন প্রজ্ঞাবান হক্কানী আলেম ছাড়া সম্ভব নয়, অতএব শূরার সভাপতি পদাধিকার বলে আমেলার সভাপতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কোনো সভায় স্থায়ী কোনো সভাপতি না থাকেন, তবে উপস্থিত প্রাজ্ঞ কোনো আলেম সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

**সভাপতির দায়িত্ব ও অধিকার :**

ক. প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সার্বিক উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন, মজলিসে আমেলার কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন রাখা এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দান এবং তাদের কর্মতৎপরতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা সভাপতির অন্যতম দায়িত্ব বলে গণ্য হবে।

খ. মজলিসে আমেলার সভায় সভাপতিত্ব করা।

গ. আলোচ্য বিষয়ের উপর সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া। কেউ বিধি বহির্ভূত কিংবা এজেন্ডা বহির্ভূত আলোচনা শুরু করলে তাকে সংযত করা, কোনো সদস্য অন্য কোনো সদস্যের প্রতি কটাক্ষ করতে চাইলে তাকে বিরত করা। পরিস্থিতি বিবেচনায় অধিবেশন মুলতবি করা।

ঘ. কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে সংখ্যাধিক্যের মতামত মাথায় রেখে নীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সময় উভয়দিকে রায়ের সংখ্যা সমান হলে সভাপতি যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

ঙ. সম্পাদকের মাধ্যমে অধিবেশনের সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করানোর ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তী বৈঠকে তা পঠিত ও অনুমোদিত হওয়ার পর রেজুলেশন বহিতে স্বাক্ষর করা।

**(২) সম্পাদক :** মুহতামিম পদাধিকার বলে কমিটির সম্পাদক গণ্য হবেন। অতএব ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মুহতামিমের যোগ্যতাই সম্পাদকের যোগ্যতা বলে গণ্য হবে।

**সম্পাদকের দায়িত্ব ও অধিকার :**

ক. মুহতামিম পদাধিকার বলে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা, শৃংখলা বিধান এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. সভাপতির অনুমতিক্রমে আমেলার বৈঠক আহ্বান, এজেন্ডা নির্ধারণ, বৈঠকের কার্যবিবরণী তৈরি, রেজুলেশন বহিতে সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরণ।

গ. প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, সকল ডকুমেন্টারি কাগজপত্র ও রেজিস্টারসমূহ, দলিল দস্তাবেজসমূহ হেফাজত ও সংরক্ষণ করা।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের সকল আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব যথানিয়মে সংরক্ষণ করা।

ঙ. আমেলার অপর সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ, আয়ের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা সম্পাদকের অন্যতম দায়িত্ব।

চ. মাস শেষে হিসাব রক্ষকের কাছ থেকে আয় ও ব্যয়ের ব্যালেন্স শিট বুঝে নেওয়া এবং ক্যাশ বহিতে স্বাক্ষর করা এবং নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে তা পেশ করা। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার হিসাবপত্রের রেজিস্ট্রার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করা এবং ব্যয়ের ভাউচারে স্বাক্ষর করা। বছরান্তে আয় ও ব্যয়ের হিসাব মজলিসে আমেলায় পেশ করা।

ছ. শূরা কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী মজলিসে আমেলার মঞ্জুরিক্রমে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সম্পাদকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। আমেলার পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত অনির্ধারিত কোনো খাতে প্রয়োজন হলে মজলিসে ইলমীর সাথে পরামর্শ করে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে ব্যয় করতে পারবেন। এর বেশি ব্যয় করতে হলে অবশ্যই মজলিসে আমেলার পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

জ. মুহতামিম কাউকে ঋণ দিতে পারবেন না। মজলিসে ইলমীর অবগতি সাপেক্ষে মাদরাসার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ঝ. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছে কি না-এর তদারকি করা। দায়িত্ব পালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে প্রথমে সতর্ক করা, প্রয়োজনে মজলিসে ইলমীর মাধ্যমে সমাধান করা।

ঞ. প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কেউ জড়িত হলে অথবা আর্থিক, নৈতিক অপরাধে লিপ্ত হলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা এবং মজলিসে আমেলার বৈঠক আহ্বান করে তাতে মঞ্জুরি গ্রহণ করা।

ট. শিক্ষক-কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর করা।

ঠ. ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

**(৩) অর্থ সম্পাদক :** যোগ্যতা- শরীয়তের পাবন্দ, দীনি শিক্ষার প্রতি অনুরাগী, নিষ্ঠাবান, আমানতদার, সদাচারী, হিসাব-নিকাশে পারদর্শী ও কর্মঠ ব্যক্তিই অর্থ সম্পাদক পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

**অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব ও অধিকার :**

ক. প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা।

খ. যাবতীয় আয় পাকা রসিদ মূলে গ্রহণ করা এবং যাবতীয় ব্যয় পাকা ভাউচারের মাধ্যমে সম্পাদন করা।

গ. নির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত খাতে মুহতামিমের মঞ্জুরি সাপেক্ষে অর্থ সরবরাহ করা এবং ব্যয়ের ভাউচারের অনুমোদন দান করা। উল্লেখ্য যে, অর্থ সম্পাদক অনুমোদন না করলে কোনো বিল বা ভাউচারের টাকা পরিশোধ করা হবে না।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফান্ডের অর্থ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে পৃথক পৃথক একাউন্টের মাধ্যমে জমা রাখা। দৈনিন্দিন খরচের জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা তিনি নিজ দায়িত্বে (ফান্ডে) রাখতে পারবেন।

ঙ. সভাপতি ও সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকে একাউন্ট পরিচালনা করা। পাশ বই এবং স্বতন্ত্র খাতায় ব্যাংকের লেনদেনের হিসাব ফান্ডওয়ারী সংরক্ষণ করা।

চ. প্রত্যেক ফান্ডের হিসাব পৃথক পৃথক ক্যাশ বই ও লেজার বইয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা।

ছ. সকল আয়-ব্যয়ের মাসিক ব্যালেন্স শিট তৈরি করে তাতে সম্পাদকের স্বাক্ষর গ্রহণ করা। প্রতি মাসের ব্যালেন্স শিট পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে পেশ করা।

জ. নির্বাহী পরিষদ মনোনীত অভ্যন্তরীণ অডিট টিমের দ্বারা হিসাব অডিট করানোর পর বেফাক কর্তৃক অনুমোদিত রেজিস্টার্ড অডিট কোম্পানি দ্বারা হিসাব অডিট করানো এবং তার রিপোর্ট নির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করা।

ঝ. প্রতিষ্ঠানের ফান্ড থেকে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত কাউকে ঋণ দেওয়া যাবে না এবং কারো কাছ থেকে ১০ হাজার টাকার বেশি ঋণ গ্রহণ করা যাবে না। তবে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের জন্যও সম্পাদকের মৌখিক অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

ঞ. বিধিবদ্ধ খরচের বেলায় সম্পাদকের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। আকস্মিক প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা তিনি নিজ দায়িত্বে খরচ করতে পারবেন।

ট. হিসাব-নিকাশের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে এক বা একাধিক হিসাবরক্ষক নিয়োগ করে হিসাব বিভাগের কাজ আঞ্জাম দেওয়া যাবে।

## অনুচ্ছেদ-১৩

**মজলিসে আমেলার অধিবেশন সংখ্যা, নোটিশ ও কোরাম :** বছরে আমেলার কমপক্ষে চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হবে। প্রয়োজনে আরও অধিক অধিবেশন ও জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা যাবে। সাধারণ অধিবেশনের নোটিশ কমপক্ষে পাঁচ দিন পূর্বে এবং জরুরি অধিবেশনের নোটিশ কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে সদস্যগণের নিকট পৌঁছাতে হবে। নোটিশে অবশ্যই অধিবেশনের স্থান, সময়, তারিখ ও আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে। মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা কোরাম পূর্ণ হয়ে যাবে। কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে মুলতবি সভায় পুনঃঅনুষ্ঠানের জন্য কোরাম পূর্ণ হওয়ার শর্ত থাকবে না। তবে উক্ত অধিবেশনের নোটিশে 'কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে মুলতবিকৃত সভা' কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে।

## অনুচ্ছেদ-১৪

মুহতামিম হবেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রধান। প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা, তালীম ও তরবিয়তের পরিবেশ বজায় রাখা, ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তিনি মজলিসে আমেলার নিকট জবাবদিহি করবেন।

**ক. মুহতামিমের যোগ্যতা :**

(১) মুহতামিম, অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত সকল ধারা-উপধারার বিষয়সমূহের অনুসারী হতে হবে।

(২) কোনো কওমী মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণ। আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় দক্ষ, ইংরেজি প্রয়োজনীয় পর্যায় পর্যন্ত জানা থাকা কাম্য। ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী, প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। বয়স কমপক্ষে ২৮ বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ শ্রেণিতে পাঠদানের যোগ্যতাও তার থাকতে হবে এবং হিসাবে পারদর্শী হতে হবে।

**খ. মুহতামিমের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার :**

১. প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং শিক্ষা-দীক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

২. ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা এবং তাদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলার পরিবেশ গড়ে তোলা।

৩. শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করা, তাদের এমদাদি খানার মঞ্জুরি দান।

৫. মজলিসে ইলমী গঠন এবং তার কার্যক্রম যথানিয়মে পরিচালনা করা।

৬. শিক্ষক ও কর্মচারীদের ছুটির আবেদন বিবেচনা ও মঞ্জুর করা।

৭. ছাত্রদের ছুটির আবেদন মঞ্জুর কিংবা নামঞ্জুর করা।

৮. অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহের তদারকি করা এবং প্রয়োজনাদি পূরণ করা। শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না তার খোঁজখবর নেওয়া। কর্তব্য পালনে কারো অবহেলা হলে তাকে সতর্ক করা।

১০. কেউ অসদাচরণ করলে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় এমন কোনো কাজ করলে অথবা কারো অস্বাভাবিক কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলে মজলিসে ইলমীর সাথে আলোচনা করে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার অধিকার মুহতামিমের থাকবে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমেলা/শূরার (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) বৈঠক আহ্বান করে বিস্তারিত রিপোর্টসহ তা বৈঠকে পেশ করতে হবে।

১১. সঙ্গত কারণে কোনো ছাত্রকে বহিষ্কার করার প্রয়োজন হলে মজলিসে ইলমীকে অবহিত করে মুহতামিম তা করতে পারবেন।

১২. মাসে অন্তত একবার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় যথা- শিক্ষার মানোন্নয়ন, ছাত্রদের নৈতিক মানোন্নয়ন, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ের উন্নয়নের জন্য এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মান উন্নয়নের বিষয়ে শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠকের ব্যবস্থা করা, এ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন বহিতে লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩. প্রতি সপ্তাহে একবার শিক্ষকদের জলসার ব্যবস্থা করা। কমপক্ষে প্রতি মাসে দুইবার ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত জলসার ব্যবস্থা করা, যাতে ছাত্রদের আখলাক গঠন, অধ্যয়নে মনোনিবেশ সৃষ্টি, নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ন, একাগ্রতা সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি, দারুল ইকামার নিয়মনীতি মেনে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আমলের প্রতি উৎসাহ দান, সুন্নতের অনুসরণের অনুপ্রেরণা দান ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে ওঠার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় হেদায়েত দান করে আসাতিযায়ে কেরাম নসীহত পেশ করবেন। সম্ভব হলে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তিকে দাওয়াত করে এনে তাঁর মাধ্যমে ছাত্রদের নসীহত করানো।

১৪. বছরে কমপক্ষে একবার শিক্ষক, কর্মচারী ও মজলিসে আমেলার সদস্যগণের যৌথ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য করণীয়সমূহ উদ্ভাবন করা।

## অনুচ্ছেদ-১৫

**মাদরাসার অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহ :**

মাদরাসার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্ন বর্ণিত বিভাগসমূহ থাকতে পারে–

১. ইহ্তিমাম বিভাগ
২. তালীম-তরবিয়ত বিভাগ
৩. দারুল ইকামাহ বিভাগ
৪. মজলিসে ইলমী
৫. কুতুবখানা বিভাগ
৬. ইফতা ও গবেষণা বিভাগ
৭. দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ
৮. তাসনীফ ও তাকরীর বিভাগ
৯. মাতবাখ বিভাগ
১০. শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ

১. **ইহতিমাম বিভাগ :** এই বিভাগ হবে মাদরাসার মূল নিয়ন্ত্রণকারী এবং অভ্যন্তরীণ সকল বিভাগের কাজকর্মের সমন্বয়কারী বিভাগ। মুহতামিমের নিয়ন্ত্রণে এই বিভাগ পরিচালিত হবে।

ক. মাদরাসার সকল দিক নিয়ন্ত্রণ ও সকল বিভাগের উন্নয়নের মূল দায়িত্ব ইহতিমাম বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

খ. প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ডকুমেন্ট রেজিস্টার ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজত করা, স্টক রেজিস্টারে সকল সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ করা, অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহের প্রয়োজনাদি (অর্থনৈতিক সঙ্গতি মোতাবেক) পূর্ণ করা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। এছাড়া এ বিভাগের দায়িত্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকবে :

* শিক্ষক নিয়োগ, অব্যাহতি, পদোন্নতি ও পদাবনতিকরণ এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণকল্পে মজলিসে শূরায় প্রস্তাব পেশ করা।
* শিক্ষক-কর্মচারীদের পরিচালনা ও তাদের কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা। কোনো কাজে কারো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা।
* ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কখনো ছাত্রদের নিজেদের মাঝে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা। প্রয়োজনে মজলিসে ইলমীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে ছাত্র বহিষ্কার করা।
* ছাত্র ভর্তি, খানার মঞ্জুরি, দারুল ইকামায় অবস্থানের মঞ্জুরি, কুতুবখানা থেকে পূর্ণ বছরের জন্য পাঠ্য কিতাব উত্তোলনের মঞ্জুরি দান, সনদ ও ছাড়পত্র (টি.সি.) প্রদান।
* শিক্ষকদের বেতন দান, হাজিরা নিরীক্ষণ, ছুটির আবেদন মঞ্জুর করা।
* ছাত্রদের হাজিরা নিয়ন্ত্রণ, ছুটির আবেদন মঞ্জুর, অনুপস্থিত ও গায়ের হাজির ছাত্রদের তাম্বীহ করা, প্রয়োজনে ছাত্রদের অভিভাবকদের অবহিত করা।
* মাদরাসার বাৎসরিক জলসার ইন্তিজাম করা, ছাত্র-অভিভাবকদের মিটিং আহ্বান করা, কৃতী ছাত্রদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।
* পরীক্ষা, ছুটি ও খোলার তারিখ ঘোষণা করা।
* ফলাফল সংরক্ষণ ও ফারেগীনের তালিকা পৃথক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা।
* অভ্যন্তরীণ বিভাগসমূহের সমস্যা/অভিযোগ শ্রবণ করে তা নিরসনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
* অভ্যন্তরীণ সকল বিভাগের হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষণ করা।

২. **তালীম তরবিয়ত বিভাগ :** তালীম ও তরবিয়তের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ প্রদত্ত পাঠ্যসূচি পূর্ণাঙ্গভাবে পঠিত হওয়ার বিষয়ে তদারকি করা, ছাত্রদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ছাত্রদেরকে তাকরার ও মুতালা'আর ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের আখলাকী মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ছাত্রদের মাঝে সুন্নত অনুসরণের চেতনা সৃষ্টি ও তাদেরকে আকাবির ও আসলাফের আদর্শানুসারী করে গড়ে তোলার সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গণ্য হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

ক. শিক্ষকদের বৈঠক আহ্বান করে পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে পারস্পরিক মতবিনিময় করা এবং প্রয়োজনীয় হেদায়েত দান করা।

খ. শিক্ষকদের জওক ও প্রতিভার প্রতি লক্ষ রেখে কিতাব বণ্টন করা।

গ. ছাত্রদের তরবিয়ত দান ও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য পাক্ষিক কিংবা মাসিক তরবিয়তী জলসার আয়োজন করা।

ঘ. মাঝে মধ্যে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে এনে ছাত্রদের হেদায়েত দান।

ঙ. ছাত্রদের আমল-আখলাক, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, চুল, দাড়ি, লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ, লেনদেন ও প্রাত্যহিক কাজকর্ম সুন্নত মোতাবেক হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

চ. দরসের ফাঁকে ফাঁকে আকাবির ও আসলাফের কিতাব মুতালাআ ও আমলী জিন্দেগীর বিভিন্ন ঘটনার প্রতি আলোকপাত করার জন্য আসাতিযায়ে কেরামকে অনুপ্রাণিত করা।

### ➲ মহিলা মাদরাসার ক্ষেত্রে জরুরি জ্ঞাতব্য

একটি পরিবারকে আদর্শ ও শান্তিময় করতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। নারী মা হিসেবে পৃথিবীতে জান্নাতের ঠিকানা। যার পদতলে সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি রয়েছে। পরিবার ও সমাজ গঠনে রয়েছে নারীর বিশাল ভূমিকা। আর এ সকল বিষয় কার্যকরী হবে তখন, যখন নারী হবে দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত। আর শিক্ষিত করতে হলে দীনি পরিবেশের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মহিলা মাদরাসাগুলোতে থাকতে হবে উপযুক্ত পরিবেশ ও শরঈ পর্দা এবং সেগুলো হতে হবে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টিত। কোনো মহিলা মাদরাসা একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলতে পারে না। বরং এ দস্তুরুল মাদারিসে বর্ণিত সকল 'বিধি' মহিলা মাদরাসাগুলোকেও অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া মহিলা মাদরাসাগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করে চলতে হবে :

১. শরঈ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মেয়েদেরকে গৃহকর্ম, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সেলাই প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২. আবাসিক মহিলা মাদরাসার ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় মহিলা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দিতে হবে।

৩. মহিলা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অবশ্যই আল্লাহওয়ালা, সৎ, নিষ্ঠাবান এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী আলেম হতে হবে।

৪. মেয়েদেরকে দীনি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদাসহ আমলী জিন্দেগী গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. সপ্তাহে এক দিন এলাকার মা-বোনদের দীনি তা'লীমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. কাঙ্ক্ষিত নীতি-আদর্শ বিচ্যুত কোনো ব্যক্তি- পুরুষ বা মহিলা, মহিলা মাদরাসার পরিচালনা বা পাঠদানের কাজে নিয়োজিত থাকলে তাৎক্ষণিক তাকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাতেও কার্যকরি ফলাফল না হলে উক্ত মাদরাসা বেফাক থেকে বাতিল যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

**৩. দারুল ইকামাহ বিভাগ :** (যে সকল মাদরাসায় আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে সে সকল মাদরাসার বেলায় প্রযোজ্য) ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রদের নেগরানী করা, তাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব হবে। মুহতামিম কর্তৃক নিয়োজিত এক বা একাধিক শিক্ষকের মাধ্যমে এ কাজ আঞ্জাম পাবে। এ বিভাগের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

ক. বছরের শুরুতে ছাত্রদের সিট বণ্টন। সিট বণ্টনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বয়সের তারতম্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

খ. নিজামুল আওকাত তৈরি করে ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রদেরকে সেমতে পরিচালিত করা।

গ. যদি কোনো ছাত্র নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে তাকে তাম্বীহ করা, সংশোধন না হলে তার সম্পর্কে দফতরে ইহতিমামে রিপোর্ট করা।

ঘ. ছাত্রদের মাধ্যমে আবাসিক ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা।

ঙ. ছাত্রদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ দেখা গেলে তা সমাধান করা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে মনে করলে ইহতিমামকে তৎক্ষণাৎ অবহিত করা।

চ. কোনো ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

**৪. মজলিসে ইলমী :** মুহতামিম, নাজেমে তালীমাত এবং মুহতামিম কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের সমন্বয়ে মজলিসে ইলমী গঠিত হবে। মুহতামিম পদাধিকার বলে এই মজলিসের সদর ও নাজেমে তালীমাত পদাধিকার বলে এই মজলিসের নাজেম বা ব্যবস্থাপক থাকবেন। তালীম ও তরবিয়তের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই মজলিসের দায়িত্ব বলে গণ্য হবে।

**৫. কুতুবখানা বিভাগ :** প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-শিক্ষকের জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কার্য পরিচালনা করার জন্য দরসী কিতাবাদি, ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, শরাহ, প্রতি বিষয়ের উচ্চতর নির্ভরযোগ্য রেফারেন্সগ্রন্থ, বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থসমূহ এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময়ের আকাবির ও আসলাফের রচিত গ্রন্থাবলি, তাদের জীবনী গ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য বই-পুস্তক সংগ্রহ করা এবং তা যথারীতি রেজিস্টারভুক্ত করে বিষয় ভিত্তিক বিন্যাসসহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। তা ছাড়া বছরের শুরুতে নির্দিষ্ট রেজিস্টারে এন্ট্রি করে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় কিতাবাদি সরবরাহ করা। মুহতামিমের মঞ্জুরি সাপেক্ষে ছাত্রদের পাঠ্য কিতাবাদি সরবরাহ করা এবং বছর শেষে ছাত্র শিক্ষকদের কাছ থেকে পুনরায় কিতাবাদি ফেরত নেওয়া, কিতাবাদি সংরক্ষণ ও বাঁধাই করানো এবং ছাত্ররা যাতে কুতুবখানায় বসে প্রয়োজনীয় কিতাবাদি মুতালা'আ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে কোনো কিতাব বা বই-পুস্তক যেন ছাত্ররা কিছু দিনের জন্য (যেমন সপ্তাহ, পনের দিন বা এক মাসের জন্য) নিজের কাছে রেখে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের দায়িত্বে থাকবে। মুহতামিম কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষক অথবা কোনো যোগ্য লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগের কাজকর্ম আঞ্জাম পাবে, যাকে নাজেমে কুতুবখানা বলা হবে।

**৬. ইফতা ও গবেষণা বিভাগ :** মুহতামিম কর্তৃক নিয়োজিত কোনো একজন সনদপ্রাপ্ত যোগ্য মুফতীর তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হবে। এ বিভাগ থেকে মুসলিম জনসাধারণের নিকট তাদের প্রয়োজনীয় দীনি জ্ঞান শিক্ষাদানের, তাদের আমল-আখলাক গড়ে তোলার, বিভিন্ন ফেতনা থেকে হেফাজত করার, যুগ সমস্যার সমাধান এবং আকস্মিক আপতিত কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিতকরণ,

জনসাধারণের দীনি বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাব দান এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা করা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এ ছাড়া এই বিভাগ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহও পালন করবে। যথা :

ক. দীনি কোনো বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করা হলে কিংবা কোনো বাতিল মতাদর্শ আত্মপ্রকাশ করলে সে সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা করা। জনগণকে জরুরি মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে অবহিত করা। এ উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র, লিফলেট, পুস্তক-পুস্তিকা তৈরি করে তা জনগণের মাঝে প্রচার করা।

খ. এলাকায় কোনো কুসংস্কার ছড়াতে থাকলে সে সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের সামনে তুলে ধরা।

গ. প্রত্যেক বিষয়ের মুফতাবিহী কওল কী? এ সম্পর্কে ছাত্রদের জিজ্ঞাসার জবাব দান।

ঘ. যেহেতু শরীয়তের অনেক বিধানের সম্পর্ক চান্দ্র মাসের সাথে, অতএব চান্দ্র মাসের হিসাব সংরক্ষণ করাও এ বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

**৭. দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ :** আল্লাহর দীনের দিকে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং মুসলমানদেরকে ঈমান-আমলের দাওয়াত দেওয়া প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব। যে এলাকায় কোনো দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে এলাকার মানুষকে দীনের দিকে আহ্বান করা সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব বটে। তবে ব্যাপক ভিত্তিতে সর্বক্ষণ এ কাজ করতে গেলে নিঃসন্দেহে তালীমে ঘাটতি হবে। অতএব সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার বিকালে) ছাত্রদেরকে কোনো একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট এলাকার মসজিদসমূহে দাওয়াতের কাজ করার জন্য প্রেরণ করা।

ছাত্ররা মসজিদে গিয়ে স্থানীয় মুসলমানদেরকে মসজিদে সমবেত করবে এবং তাদেরকে ঈমান, একিন ও আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে; নামাজের মশকে আমলী মাসাইল শেখাবে, কিরাআত শেখাবে। এজন্য স্থানীয় তাবলীগের মারকাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে এবং তাদের থেকে এ সকল কাজে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। যে মসজিদে দাওয়াতী প্রোগ্রাম নিয়ে যাওয়া হবে, সেই মসজিদে ছাত্ররা আমলের হালে রাত্র যাপন করবে, স্থানীয় জনগণকে তাদের সঙ্গে রাত্র যাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে এবং জনগণকে দাওয়াতী কাজে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

যারা সময় দিতে রাজি হবে, তাদেরকে স্থানীয় মারকাজের সঙ্গে জুড়ে দিবে। এতে এলাকার মানুষ দীনের হেদায়াত লাভ করতে পারবে। সেই সাথে ছাত্রদের মাঝেও দাওয়াতী কাজের চেতনা সৃষ্টি হবে এবং এ কাজের প্রশিক্ষণ হাসিল হবে। সম্ভব হলে মাদরাসার পক্ষ থেকে বই-পুস্তক রচনা প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।

**৮. তাছনীফ ও তাকরীর বিভাগ :** মানুষকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার বড় দুটি মাধ্যম হলো, লেখালেখি ও ওয়াজ-নসীহত। তাই ছাত্রদেরকে এ দুটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য মুহতামিম কর্তৃক নিয়োজিত একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এ বিভাগটি পরিচালিত হবে। বক্তৃতা প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দিয়ে সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার বাদ জুমা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। বিভাগটির পরিচালক সপ্তাহের শুরুতে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন এবং গ্রুপ-আমিরদেরকে এ বিষয়ে কোন কোন গ্রন্থে তথ্য পাওয়া যাবে তা জানিয়ে দেবেন। ছাত্ররা পূর্ণ সপ্তাহের অবসর সময়ে এ বিষয়ে লেখাপড়া করে তৈরি

হয়ে প্রশিক্ষণ মজলিসে বক্তৃতা প্রদান করবে। গ্রুপ-আমির বক্তার ভুল-ভ্রান্তির প্রতি লক্ষ রাখবেন এবং যতদূর সম্ভব সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বাৎসরিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে কৃতী বক্তাদেরকে পুরস্কৃত করা যাবে। ছাত্রদের লেখনী শক্তিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে দেয়ালিকা ও বাৎসরিক স্মরণিকা বের করার ব্যবস্থা করা এই বিভাগের দায়িত্বে থাকবে।

৯. **মাতবাখ বিভাগ :** আবাসিক ছাত্র-শিক্ষকদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করাই এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। মুহতামিম কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষক অথবা কোনো বেতনভুক্ত কর্মচারী এ বিভাগের তত্ত্বাবধান করবেন।

১০. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ :** প্রতিজন শিক্ষককে দক্ষ শিক্ষক, গবেষক এবং যে কোনো দুটি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে এ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ দান, গবেষণা করানো ও দক্ষ করে গড়ে তোলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। নাজেমে তালীম ও তরবিয়ত-এর মাধ্যমে এ কাজটি পরিচালনা করতে হবে।

(কোনো প্রতিষ্ঠানে উপর্যুক্ত সকল বিভাগের পৃথক অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য নয়। তবে যেখানে যতটি বিভাগ খোলা সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত, সেখানে তা খোলা বাঞ্ছনীয়।)

## অনুচ্ছেদ-১৬

**মাদরাসার ফান্ড :** আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুলই হবে প্রতিষ্ঠান চলার মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করে মুসলিম জনসাধারণের অনুদানের দ্বারাই এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে। শরীয়তের বিধান অনুসারে দাতা যে উদ্দেশ্যে দান করবেন তার টাকা সে খাতেই ব্যয় করতে হবে। অতএব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফান্ড থাকবে। যথা :

১. সাধারণ ফান্ড
২. গোরাবা ফান্ড
৩. কুতুবখানা ফান্ড
৪. মসজিদ ফান্ড (যদি মসজিদ থাকে)
৫. নির্মাণ ফান্ড

১. **সাধারণ ফান্ড :** জনসাধারণের এককালীন দান, মাসিক অনুদান, বাৎসরিক অনুদান, সদস্য অনুদান, মৌসুমি ফসলের আয়, ফরম বিক্রি, ভর্তি ফি, ছাত্রদের আবাসিক চার্জ, ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়, মেস, দোকান, বাড়ি ভাড়া (যদি থাকে) ইত্যাদি এই ফান্ডের আয়ের খাত হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নোক্ত খাতগুলোতে এই ফান্ডের টাকা ব্যয় করা হবে। যথা :

- শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন
- গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামত
- জায়গা জমি ও আসবাবপত্র ক্রয়
- ছাপা ও স্টেশনারি

- যাতায়াত
- আপ্যায়ন
- টেলিফোন, ডাক ও যোগাযোগ বিল
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল
- বাড়ি ভাড়া (যদি প্রয়োজন হয়)
- বিবিধ ব্যয়।

এ ফান্ডের অর্থ প্রয়োজনে অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে।

২. **গোরাবা ফান্ড :** জাকাত, ফিতরা, মানত, সাদাকাত, কুরবানীর চামড়ার মূল্য এবং গরিব ছাত্রদের জন্য ব্যয়ের শর্তে প্রদত্ত অনুদানের টাকা দিয়ে এই ফান্ড গড়ে তোলা হবে। এই ফান্ডের টাকা কেবল গরিব ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করা হবে।

৩. **কুতুবখানা ফান্ড :** ছাত্রদের থেকে প্রাপ্ত কিতাব সংরক্ষণ ও বাইন্ডিং চার্জ এবং মাদরাসার কিতাব ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুদান– এ দুই খাত দ্বারা এ ফান্ড গড়ে তোলা হবে। এ ফান্ডের টাকা কেবল কিতাব ক্রয়, বাঁধাই ও মেরামত করার জন্যই ব্যবহার করা হবে।

৪. **মসজিদ ফান্ড :** মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুদান, মসজিদের সিন্দুকে প্রদত্ত টাকা ও শুক্রবারের কালেকশনের টাকা এবং মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা এই ফান্ড গঠন করা হবে। মসজিদ নির্মাণ, মসজিদের প্রয়োজনীয় ব্যয় ও আসবাবপত্র ক্রয়, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি কাজে তা ব্যয় করা হবে।

৫. **নির্মাণ ফান্ড :** মাদরাসার ঘর-দরজা, দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ বাবদ যে অর্থ আসবে, তা ওই খাতেই ব্যয় করতে হবে। অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না।

**ব্যাংক একাউন্ট :**মাদরাসার তহবিলের অর্থ কারো নিকট জমা রাখা যাবে না। বরং ব্যাংকে হিসাব খুলে জমা রাখতে হবে। যখন যে অর্থ জমা হবে, তা ব্যাংকে জমা করতে হবে এবং মাস শেষে পরবর্তী মাসের খরচের বিল তৈরি করে সম্পাদক কর্তৃক তা মঞ্জুর করিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে এনে খরচ করতে হবে।
**ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা :** সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ–এ তিনজনের যৌথ দস্তখতে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

## অনুচ্ছেদ-১৭

**শিক্ষাবর্ষ ও ছুটি :** শাওয়াল থেকে রমজান মাস পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ গণনা করা হবে। শাওয়াল মাসের ৬-৮ তারিখের মাঝে মাদরাসা খোলা হবে এবং শা'বান মাসের ২২-২৫ তারিখের মাঝে মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হবে। তবে মকতব ও হিফজ বিভাগ ২৫ রমজানে বন্ধ হবে। সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ছাড়াও রমজানুল মোবারক ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে অনূর্ধ্ব ৪৫ দিন, ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ১০ দিন, সেমাহী পরীক্ষার পর ৭ দিন ও শশ্মাহী পরীক্ষার পর ৭ দিন, জাতীয় ছুটি ইত্যাদি উপলক্ষ্যে আরও ৭ দিনসহ মোট ৭৬ দিন এবং সাপ্তাহিক ছুটিসহ মোট ১১৮ দিন প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে।

## অনুচ্ছেদ-১৮

**পরীক্ষা :** বছরে মোট দুটি অথবা তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। দুটি পরীক্ষা গ্রহণ করলে প্রথম পরীক্ষা রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং বার্ষিক পরীক্ষা শা'বান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রহণ করতে হবে। আর তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে প্রথম পরীক্ষা সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে, দ্বিতীয় পরীক্ষা জুমাদাল উলার প্রথম সপ্তাহে এবং বার্ষিক পরীক্ষা শা'বান মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া ছাত্রদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য এবং পঠিত বিষয়সমূহ আত্মস্থ করার জন্য কুরবানীর আগে অন্তত একটি মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। মাসিক পরীক্ষা মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে গ্রহণ করা যাবে। এমন হতে পারে, মাসের শেষের শনিবারে পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা সেই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাসের সময়ে শ্রেণি শিক্ষকগণ গ্রহণ করবেন। মাসিক পরীক্ষার ফলাফলের ১০% পরবর্তী পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে যোগ করার নিয়ম চালু করা হলে মাসিক পরীক্ষাগুলো অর্থবহ হবে।

## অনুচ্ছেদ-১৯

**চাকুরি বিধি ও আচরণ বিধি :** শিক্ষক ও কর্মচারীগণের সকলকেই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় পরিশিষ্ট নং ১-এ বিবৃত প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি ও আচরণ-বিধি মেনে চলতে হবে।

## অনুচ্ছেদ-২০

**শিক্ষক-কর্মচারীদের ছুটির সুযোগ সুবিধা ও নিয়মাবলী :** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক ও কর্মচারী পরিশিষ্ট নং ২-এ প্রকাশিত নিয়মনীতির আওতায় ছুটির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

## অনুচ্ছেদ-২১

**বেতন-ভাতা :** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য বেতন স্কেল থাকবে। পরিশিষ্ট ৩-এ বর্ণিত বেতন স্কেলের নীতিমালা অনুসরণ করে বেতন স্কেল প্রণয়ন করতে হবে।

## অনুচ্ছেদ-২২

**প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি :** শিক্ষা সিলেবাসের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ ঘোষিত সিলেবাস অনুসরণ করবে। মজলিসে ইলমী প্রয়োজন মনে করলে বেফাকের সিলেবাসের সঙ্গে আরও কোনো বিষয় বা কোনো কিতাব সংযোজন করতে পারবে।

## অনুচ্ছেদ-২৩

**গঠনতন্ত্র সংশোধন :** গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজন বোধে মজলিসে শূরার দুই তৃতীয়াংশের ঐকমত্যে গঠনতন্ত্রের যেকোনো ধারা/উপধারায় সংশোধন করা যাবে।

## অনুচ্ছেদ-২৪

**প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি :** দীনি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত এটি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে– এটিই আল্লাহ তাআলার নিকট কাম্য। তবে আল্লাহ না করুন যদি কোনো দিন এই প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা হয়ে যায়, তাহলে এর সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বেফাক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে আমেলা ও শূরার সিদ্ধান্তে বেফাকভুক্ত কোনো দীনি প্রতিষ্ঠানে দান করে দিতে হবে।

## অনুচ্ছেদ-২৫

**বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর ইলহাক বাতিলযোগ্য সাব্যস্তকরণ।**

* যদি কোনো প্রতিষ্ঠান মাদরাসার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনা বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে তবে তাকে সতর্ক করা হবে। তাতে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হলে তার ইলহাক বাতিল হয়ে যাবে।
* বেফাকের নীতি ও বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করা হলেও তাকে সতর্ক করা হবে। কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হলে পদক্ষেপের পর তার ইলহাক বাতিল বলে গণ্য হবে।
* আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা, দেওবন্দী মাসলাক, সহীহ দীনি মেজাজের বিপরীত অবস্থানে চলে গেলে, সম্মিলিত উলামায়ে কেরামের অবস্থানের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করলে শোকজ ও সতর্কতার পদক্ষেপের পর ইলহাক বাতিল করা হবে।
* বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বহির্ভূত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইলহাক বাতিল যোগ্য বিবেচিত হবে।
* বেফাকের রেজিঃপ্রাপ্ত কোনো মাদরাসা অন্য কোনো বোর্ডের অধীনে চলে যাওয়া প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার ইলহাক বাতিলযোগ্য বিবেচিত হবে।
* যে সকল মাদরাসা একাধারে তিন বছর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে না, বার্ষিক ফি একাধারে তিন বছর পরিশোধ করবে না এবং নিয়মিত পরিদর্শন করাতে কর্তৃপক্ষ অনীহা প্রকাশ করবে, সে সকল মাদরাসার ইলহাক বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
* যে সকল মাদরাসায় বেফাকের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে, সে সকল মাদরাসায় বেফাকের কাজ সক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তারপরও সক্রিয় না হলে পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে বাতিল যোগ্য বিবেচিত হবে।

সভাপতির স্বাক্ষর

সম্পাদকের স্বাক্ষর

সদস্যদের স্বাক্ষর

১.

২.

৩.

**পরিশিষ্ট নং-১**

**চাকুরিবিধি ও আচরণবিধি**

# সাধারণ যোগ্যতা

## (সকল শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য)

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর মাঝে নিম্নোক্ত সাধারণ যোগ্যতাগুলো অবশ্যই থাকতে হবে।

ক. ঈমান-আকাইদের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদায় বিশ্বাসী।

খ. চিন্তা-চেতনায় মাসলাকে দেওবন্দের অনুসারী।

গ. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমলকারী।

ঘ. ইবাদত-বন্দেগীতে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদার পাবন্দ এবং মুস্তাহাব্বাতে আগ্রহী।

ঙ. তাকওয়া-পরহেজগারীর ক্ষেত্রে হারাম ও মাকরুহ পরিত্যাগকারী, মুশতাবাহাত বা সন্দেহযুক্ত কর্ম থেকে আত্মরক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট।

চ. নৈতিকতায় আখলাকে নববীর আলোকে স্বীয় চরিত্রকে গড়ে তোলায় যত্নবান।

ছ. লেবাস-পোশাক ও চাল-চলনে আসলাফ ও বুজুর্গানে দীনের তরীকা অবলম্বনকারী।

জ. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান।

ঝ. আমানত ও দিয়ানতদারীতে নির্ভরযোগ্য।

**নোট :** উল্লিখিত প্রাথমিক যোগ্যতার আলোকে কোনো ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারী, ওইরূপ দল বা ফেরকার সাথে নমনীয়তা প্রদর্শনকারী, মাসলাকে দেওবন্দ ও হানাফী মাযহাব পরিত্যাগকারী, বিদআতে লিপ্ত/অনুসরণকারী বা সমর্থনকারী, ফাসিকে মু'লিন বা প্রকাশ্যে শরীয়তের হুকুম অমান্যকারী, দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী, হারাম বা মাকরুহ পানাহার বা কাজে অভ্যস্ত কোনো ব্যক্তি এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো স্তরের শিক্ষক বা কর্মচারী হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

# আচরণবিধি

ক. প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য মাদরাসার মজলিসে আমেলার প্রতিটি শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া জরুরি বলে গণ্য হবে। কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে শরীয়ত বিরোধী হলে ভদ্রতার সাথে মুহতামিমের (সম্পাদক) মাধ্যমে আমেলার সভাপতি সাহেবকে লিখিতভাবে অবহিত করার এবং উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ না করার অধিকার থাকবে। যদি কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর ব্যাখ্যা বা ধারণায় শরীয়ত বিরোধী উক্ত সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হয়, সেক্ষেত্রেও মুহতামিমের (সম্পাদক) মাধ্যমে আমেলার সভাপতি সাহেবকে লিখিতভাবে অবহিত করার অধিকার থাকবে। মজলিসে আমেলা উক্ত শিক্ষক/কর্মচারীর সাথে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ না করলে উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী হয় নীরবতা অবলম্বন করবেন অথবা ১ মাসের নোটিশে তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যাহতি লাভের আবেদন পেশ করতে পারবেন। এ বিষয়ে তিনি ছাত্র/শিক্ষক অথবা এলাকার লোকজনের সাথে কোনোরূপ আলোচনা করতে বা দল গঠন করতে পারবেন না। এরূপ করা হলে তা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ বলে গণ্য হবে।

খ. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী মুহতামিমের সাথে বিনয় ও আনুগত্য বজায় রাখবেন। মুহতামিমের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি নির্বাহী পরিষদের সভাপতি অথবা কোনো সদস্যের সাথে মাদরাসার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করা বা নিজের অভাব/অভিযোগ পেশ করা শিক্ষকগণের অনধিকার চর্চা বা শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ বলে গণ্য হবে। অবশ্য কোনো শিক্ষক এ ব্যাপারে মুহতামিমকে যথাযথভাবে অবহিত করার পর উপেক্ষিত হলে বা তিনি এর সমাধানে অক্ষমতা প্রকাশ করলে অথবা স্বয়ং মুহতামিমের আচরণের ওপর অভিযোগ থাকলে, তাঁকে অবহিত করার পর তিনি অভিযোগকারী শিক্ষককে সন্তোষজনক উত্তর দানে ব্যর্থ হলে, এ সব ক্ষেত্রে অভিযোগকারী বা সংক্ষুব্ধ শিক্ষক নির্বাহী পরিষদের সভাপতি সাহেব বা কোনো সদস্যের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ করতে পারবেন। স্মর্তব্য যে, এরূপ অবহিতি বা অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে বা পরে এ বিষয়ে অন্য কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধরূপে গণ্য হবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীগণ বয়স/মান-মর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবেন। শিক্ষক/কর্মচারীর মাঝে উপরে বর্ণিত সাধারণ যোগ্যতা বা আচরণ বিধির ব্যতিক্রম বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা, শৈথিল্য অপর কোনো শিক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়লে বা কারো গোচরীভূত হলে তিনি প্রথমে উক্ত অভিযুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীকে সংশোধনের সদিচ্ছায় সংগোপনে দরদ ও প্রীতির সাথে নম্র ভাষায় অবহিত করবেন। যদি উক্ত অভিযুক্ত শিক্ষক/কর্মচারী অভিযোগকারী শিক্ষক/কর্মচারীর ভ্রান্তি অপনোদনে সক্ষম হন, তাহলে এ অভিযোগকারী দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে মুখ খুলতে পারবেন না। পক্ষান্তরে অভিযুক্ত শিক্ষক/কর্মচারী অভিযোগকারীর নিকট স্বীয় কর্ম বা পদক্ষেপের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম না হলে অথবা অভিযোগকারী তার সংশোধনে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারী

শিক্ষক/কর্মচারী মুহতামিমকে সংগোপনে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবহিতির পরে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করবেন। এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করা অভিযোগকারী শিক্ষক/কর্মচারীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ বলে গণ্য হবে। শিক্ষক-কর্মচারীগণকে আত্মমর্যাদাবোধ লালন করতে হবে। মর্যাদাহানিকর/শরীয়তবিরোধী আচার-আচরণ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। যেমন মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, ঘুষ, সুদ, মদ, জুয়া, হাওজি, গানবাদ্য, গিবত, ষড়যন্ত্র, চোগলখুরি, দলাদলি, কূটকৌশল, আইন-কানুন ও নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ প্রভৃতি কার্যাবলি থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ না করুন কখনও জড়িত হয়ে পড়লে এবং প্রমাণিত হলে বরখাস্তের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও সংশোধনের লক্ষ্যে আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে দরদি অভিভাবকরূপে ছাত্রদের সাথে স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ আচরণ করবেন। ছাত্রদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টিকর কোনোরূপ রূঢ়/অসৌজন্যমূলক আচরণ করবেন না। যেকোন বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ সৃষ্টির পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে মুহতামিমকে তা অবহিত করবেন।

ঙ. প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ ছাত্রদের কোনোরূপ অন্যায় আচরণে নিজেরা কোনো শাসনের পন্থা অবলম্বন করবেন না। এরূপ কিছু ঘটলে মুহতামিমকে প্রতিকারের জন্য অবহিত করবেন।

চ. কোনো ছাত্র থেকে (বিশেষ করে অল্পবয়সী ছাত্র থেকে) শারীরিক খেদমত (প্রকাশ্য রোগ-ব্যাধি বা অপারগতা ছাড়া) গ্রহণ করা অথবা প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা, ঋণ নেওয়া, শিক্ষক/কর্মচারীগণের মর্যাদার পরিপন্থী বিধায় সর্বোতভাবে তা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে।

ছ. মুহতামিমের বিনা অনুমতিতে পূর্ণ দিনের বা কোনো এক বা একাধিক ঘণ্টার ক্লাস করা থেকে বিরত থাকা, নির্ধারিত রুটিনের বাইরে ক্লাস করা, কোনো ছাত্রকে ভর্তি বা বহিষ্কার করা, প্রতিষ্ঠানের বোর্ডিং (লিল্লাহ/খরিদি)-এর খানা বন্ধ বা জারি করা, কোনো ছাত্রকে শারীরিকভাবে শাস্তি (যেমন শরীরে আঘাত, জখম বা দাগ পড়ে যাওয়া) প্রদান করা শিক্ষকদের জন্য আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ বলে গণ্য হবে।

জ. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীগণের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রচলিত কোনো প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অধিকার থাকবে না। মুহতামিমের অনুমতি ছাড়া তারা অরাজনৈতিক/ সামাজিক বা সেবা সংস্থার তৎপরতাও চালাতে পারবেন না। শিক্ষক-কর্মচারীগণ যেরূপ একে অপরের দায়িত্ব পালনের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবেন, তদ্রুপ মাদরাসার কর্মচারীগণের একাডেমিক, তা'লীমী বা তারবিয়াতী বিষয়ে মন্তব্য করা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ বলে গণ্য হবে। এরূপ ক্ষেত্রে আচরণবিধির 'গ' উপধারার নিয়ম অনুসরণ করবেন।

ঞ. মজলিসে ইলমী কর্তৃক নির্ধারিত কিতাবের নেসাব (সিলেবাস) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষাদান কার্যের শেষ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করা শিক্ষকগণের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। শিক্ষাদানের অগ্রসরমান রিপোর্ট দফতরে ইহতেমামে রক্ষিত এতদসংক্রান্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে দস্তখত করতে হবে। ব্যতিক্রমে মন্তব্যের ঘরে কারণ উল্লেখ করা অবশ্য জরুরি বলে গণ্য হবে।

# ব্যয়নীতি

মাদরাসার যেকোনো খরচের ভাউচারে চার ব্যক্তির দস্তখত থাকতে হবে। এ চার জনের দস্তখত ছাড়া কোনো ভাউচার গ্রহণযোগ্য হবে না।

ক. মুহতামিম বা তার মনোনীত ব্যক্তির অনুমোদন : তিনি দেখবেন এ খরচ আদৌ প্রয়োজন বা বাস্তবসম্মত কি না?

খ. ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ অনুমোদিত ভাউচার ও পাওনাদারের বিল বুঝে পেলে পাওনাদারের স্বাক্ষর নিয়ে বিল পরিশোধ করবেন এবং নিজের জার্নালে তা লিখে ক্যাশ মিলিয়ে রাখবেন।

গ. ক্যাশিয়ার প্রতিদিনের রসিদমূলে যে অর্থ কালেকশন হয়েছে ঐ রসিদগুলো এবং ঐ দিনের সমুদয় খরচের ভাউচারগুলো দিন শেষে হিসাবরক্ষককে বুঝিয়ে দেবেন। হিসাবরক্ষক পাকা/ছাপানো রেজিস্টারে বাম পাশে রসিদের আয়গুলো উঠাবেন এবং ডান দিকে খরচের ভাউচারগুলো উঠাবেন। উঠানোর সময় ২ প্রকার তারিখ (আরবি ও ইংরেজি), রসিদ নম্বর, ভাউচারের নম্বর উল্লেখ করবেন। তারপর জমা–খরচ যোগ করে ক্যাশ ইন হ্যান্ড লিখবেন এবং অফিসের দায়িত্বশীলের স্বাক্ষর নিবেন। অতঃপর এই আয়-ব্যয় খাতওয়ারী হিসাব লেজারে উঠাবেন। ক্যাশবুক ও লেজারে ফলিও ঘরে অবশ্যই পৃষ্ঠা নম্বর লিখবেন। তিনি ডেইলি ব্যালেন্সের সাথে সাথে একটি মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করে দায়িত্বশীলকে দিবেন।

বি.দ্র.: কোনো অবস্থায় ক্যাশিয়ার ও হিসাবরক্ষক একজন হতে পারবেন না। তেমনিভাবে অনুমোদনকারী ও ক্যাশিয়ার একজন হতে পারবেন না। এ উভয় সুরতে (আল্লাহ না করুন) খিয়ানতের অনেক সুযোগ থাকতে পারে।

**ভাউচার মেমোর নিচে যাদের স্বাক্ষর হবে :**

| ..... | ..... | ..... | ..... |
|---|---|---|---|
| অনুমোদনকারী | ক্যাশিয়ার | হিসাবরক্ষক | পাওনাদার/গ্রহণকারী |

➲ হিসাব পরিচালক/অনুমোদনকারী প্রতিদিন হিসাবরক্ষকের খাতা থেকে ক্যাশ ইন হ্যান্ড দেখে ক্যাশিয়ার থেকে টাকা নিয়ে গুনবেন এবং ক্যাশ বহির সাথে মিল আছে কিনা দেখবেন। মিল থাকলে স্বাক্ষর করবেন। প্রতিদিন এভাবে করতে থাকবেন।

## পরিশিষ্ট নং-২

# ছুটির সুযোগ-সুবিধা

ক. বার্ষিক নির্ধারিত ছুটি ছাড়া শিক্ষকগণ প্রতি শিক্ষাবর্ষে পূর্ণ বেতনে ১৫ দিন নৈমিত্তিক ছুটি এবং পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির কঠিন অসুখ, বিপদাপদ বা নিজের অসুস্থতার কারণে পূর্ণ বেতনে ১৫ দিন বিশেষ ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

খ. শিক্ষক বা কর্মচারী প্রথমবার হজ বা উমরার উদ্দেশে রওয়ানা হবার ৩ দিন পূর্ব থেকে ফিরে আসার ৫ দিন পর পর্যন্ত পুরো বেতনে ছুটি লাভে সমর্থ হবে। এর পরবর্তী কোনো বার বেতনের অধিকারী হতে পারবেন না। ছুটির ব্যাপারে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা কার্যকর হবে। তবে ব্যবসা বা অভ্যাসে পরিণত হলে এ ক্ষেত্রে মজলিসে আমেলা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

গ. কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে নির্ধারিত ছুটির পূর্ণ বা আংশিক দিনের ছুটি ভোগ করতে না দিলে পরবর্তী সময়ে তাঁকে সমপরিমাণ দিবসের ছুটি ভোগের সুযোগ অথবা উক্ত দিনগুলোর হিসাব করে অতিরিক্ত বেতন প্রদান করতে হবে।

ঘ. অফিস প্রধান, হিসাবরক্ষক, তাদের সহকারী, বোর্ডিং ম্যানেজার এবং বাবুর্চিদের জন্য বার্ষিক ছুটি, নৈমিত্তিক ছুটি ও অসুস্থতার ছুটির স্বতন্ত্র তালিকা মজলিসে আমেলা প্রণয়ন করবেন।

ঙ. সকল প্রকার ছুটি ভোগের জন্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব মঞ্জুরি আবশ্যক। আকস্মিক কারণে অনুপস্থিতির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষকে (যেকোনো মাধ্যমে) অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

চ. শিক্ষকগণ ঊর্ধ্বে ১০ দিন পর্যন্ত অসুস্থতা ও নৈমিত্তিক ছুটির জন্য মুহতামিম বরাবরে এবং তদুর্ধ্ব দিনের বা বিশেষ ছুটির জন্য মুহতামিমের মাধ্যমে আমেলার সভাপতি সাহেবের বরাবরে আবেদন পেশ করবেন।

ছ. সকল ছুটির আবেদন বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ সম্বলিত হতে হবে। সকল কর্মচারী ছুটি গ্রহণকালে মুহতামিমকে অবহিত করতে হবে।

জ. মুহতামিম সাহেব আমেলার সভাপতি সাহেবকে মৌখিক অবহিতি এবং তার নিকট থেকে দরখাস্ত মঞ্জুরির মাধ্যমে স্টেশন লিভ বা অবস্থানস্থল ত্যাগ করতে পারবেন।

ঝ. বার্ষিক নির্ধারিত ছুটি শুরুর পূর্ব দিন এবং খোলার দিন প্রত্যেক শিক্ষক/কর্মচারীর যথাসময়ে (ছুটি ঘোষণার নোটিশে উল্লেখকৃত সময়ে) উপস্থিতি জরুরি বলে গণ্য হবে। উভয় দিনের অনুপস্থিতিতে পুরো ছুটির এবং উল্লিখিত দুইদিনের কোনো এক দিনের অনুপস্থিতিতে অর্ধেক বন্ধের বেতন কাটার অধিকার কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারে থাকবে।

ঞ. আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হরতাল জাতীয় কারণে খোলার তারিখে যথাসময়ে উপস্থিত হতে অপারগতার আশংকা দেখা দিলে পত্র/ফোন/লোক মারফত মাদরাসা খোলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করলে অনুপস্থিতির ক্ষমা বিবেচনাযোগ্য বলে গণ্য হবে।

## পরিশিষ্ট নং-৩

# বেতন স্কেলের নীতিমালা

ক. প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও দায়িত্বের মানানুসারে শ্রমের পরিমাণ তথা Quantity-এর তুলনায় গুণগত মান তথা Quality-এর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। একজন স্থপতির একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শতজন রাজমিস্ত্রি ও হাজার শ্রমিকের কঠোর শ্রমের প্রয়োজন পড়ে।

খ. শ্রেণি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মান নির্ধারণ করে প্রতিস্তরের শিক্ষাদানের ভিত্তিতে শিক্ষকগণের শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। মাদরাসার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে যোগ্যতা ও দায়িত্বের মানানুসারে উক্ত শ্রেণিবিন্যাসের আওতায় আনতে হবে। এরপরেও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের জন্য আরও তিনটি স্তর নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে মাদরাসার কর্মকর্তা, শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীগণকে সর্বমোট ৪ থেকে ৮টি স্তরে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।

গ. শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যেক পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ব পালনের বিবরণ দিয়ে উক্ত স্তরের প্রারম্ভিক বেতন, বার্ষিক বৃদ্ধি এবং ৫ বছরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংক যোগ করে শেষ পর্যায়ে উন্নীত অংকের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

ঘ. বার্ষিক বৃদ্ধি মূল বেতনের কমপক্ষে ৫% হারে হবে।

ঙ. মাদরাসার একই ব্যক্তি ২টি সাংবিধানিক পদের অধিকারী হলে উপরের পদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্য পদের জন্য নির্ধারিত ভাতা লাভের অধিকারী হবেন। একটি সাংবিধানিক ও অপরটি সাময়িক পদের অধিকারী হলে সাংবিধানিক পদের বেতন বৃদ্ধি এবং সাময়িক পদের জন্য আমেলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা লাভের অধিকারী হবেন।

চ. উপরের স্তরের পদ শূন্য হলে নিচের স্তরে যোগ্য প্রার্থী থাকলে তিনি বাইরের প্রার্থী অপেক্ষা পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। নিচের স্তরের ক্রমিক নম্বরকে পদোন্নতির মাপকাঠি ধরা হবে না।

**নোট :** যোগ্যতা নিরূপণ আমেলার সভাপতি ও সম্পাদকের ঐকমত্যে হতে হবে। দ্বিমতের ক্ষেত্রে আমেলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ছ. কোনো পদে মাদরাসার মানোন্নয়নের স্বার্থে মাদরাসার বাইরের কোনো দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদানকালে প্রয়োজনে উক্ত পদের একাধিক Increment যোগ করে তাঁর প্রারম্ভিক বেতন প্রদানের অবকাশ থাকবে।

জ. যেসব শিক্ষক ও কর্মচারী সার্বক্ষণিক মাদরাসায় অবস্থান করবেন, তারা ফ্রি আবাসিক কামরা ও তিন বেলা খানা মাদরাসার পক্ষ থেকে পাবেন।

ঝ. মাদরাসার স্বার্থে মাদরাসার মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিম, নাজেমে তা'লীম ও তারবিয়াত, নাজেমে দারুল ইকামাহ ও নাজেমে কুতুবখানাকে ভদ্রজনোচিত ফ্রি আবাসিক কোয়ার্টারের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

ঞ. মাদরাসার প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারী তাঁর একজন সন্তান বা ভরণ-পোষণের আওতাধীন আপনজন ছাত্রকে প্রতিষ্ঠানের হিফজখানা অথবা কিতাব খানায় ভর্তি করালে সে ফ্রি খানা পাবে।

**পরিশিষ্ট নং-৪**

# উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ্ সাহেবের সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলি

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) মাদরাসা আমিনিয়া দিল্লির অষ্টম বার্ষিক সভায় দীনি মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারকল্পে তাঁর লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ঐ প্রস্তাবগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. সমস্ত দীনি মাদরাসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে দীনি ইলমের প্রচার ও প্রসার। এ কারণে সকল দীনি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একই নীতিমালায় একত্রিত হয়ে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদ হয়ে কাজ করে যাওয়া এবং একে অপরের বিরোধী না হওয়া উচিত।

২. যেসব দীনি মাদরাসা উন্নতি করতে পারছে না, হয়তো সেগুলোর আহলে শূরা ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ দীনদার ও আলেম নন এবং তাদের অধিকাংশই আধুনিকতার অনুসারী ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সমর্থক। এরা দীনি ইলম সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। অবশ্য কোনো কোনো মাদরাসায় আহলে শূরা আলেম ও দিয়ানতদার, কিন্তু তাদের মুহতামিম হয়তো সৎ নন। তিনি শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপার খুব ভালোই বুঝেন, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে দিয়ানতদার নন। মাদরাসার চাঁদাকে নিজের সম্পদ ও সম্পত্তি মনে করেন। এ কারণে এটা একান্ত দরকার যে, দীনি মাদরাসার শূরার সদস্যবৃন্দ অবশ্যই আলেম ও দিয়ানতদার হতে হবে। সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তাদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্পাদন হতে হবে। মাদরাসার মুহতামিমের অন্তরে খওফে খোদা থাকা চাই। তিনি যেন কর্তব্যসমূহ দায়িত্বের সঙ্গে বুঝেন এবং মাদরাসার অর্থ যেন অযথা ব্যবহার না করেন। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তিনি যেন জাতীয় আমানতকে জাতীয় স্বার্থে পরিমাণ মতো ব্যয় করেন।

৩. যিনি দীনি মাদরাসার মুহতামিম হবেন, তাঁর কর্তব্য হবে তার পূর্ণ ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা এবং সমস্ত সময় মাদরাসার কাজে ব্যয় করা। মাদরাসা ছাড়া অন্য কাজের দায়িত্ব যেন তিনি গ্রহণ না করেন। বরং নিজের পুরো জীবনটা মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। কেননা পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে একজন দু'টি কাজ কখনো সম্পাদন করতে পারেন না।

৪. মুহতামিম ও মুদাররিসগণের কর্তব্য হবে আল্লাহর মেহমান তালেবে ইলমদের সঙ্গে নম্র ও হিত কামনামূলক আচরণ করা, তাদের অসুবিধাসমূহ দূর করা এবং তাদেরকে তা'লীম অর্জনে উৎসাহ দেওয়া।

৫. ছাত্র ভর্তির সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শুধু ঐ সকল ছাত্র ভর্তি করতে হবে, যারা দীনি ইলম অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা রাখে। তা ছাড়া তাদেরকে ভর্তির পূর্বে পূর্ববর্তী মাদরাসা থেকে আনীত তাদের চরিত্রগত সনদও গ্রহণ করতে হবে।

৬. ছাত্রদের দীনি মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মাদরাসার বাইরে কোনো দাওয়াতে তাদের যেতে না দেওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি ছাত্রদেরকে দাওয়াত খাওয়াতে আগ্রহী হয়, তাহলে একদিন পূর্বে মুহতামিম সাহেবকে তা অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে খানা মাদরাসায় নিয়ে এসে নিজেদের লোকজন দিয়ে তা পরিবেশন করতে হবে।

**পরিশিষ্ট নং-৫**

## মাদরাসার প্রয়োজনীয় কতিপয় খাতা ও রেজিস্টার বহির নমুনা দেওয়া হলো :

### (১) উস্তাদ হাজিরা রেজিস্টার বহি

*** বাম পৃষ্ঠায়ঃ-**

মাদরাসা- মোকাম ডাকঘর জেলা

*** ডান পৃষ্ঠায়ঃ-**

মাস- সন

*** উভয় পৃষ্ঠা মিলিয়েঃ-**

| ক্রমিক নং | নাম | দস্তখত | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১ | | ২ | | ....৩০ | মোট উপস্থিতি | মোট অনুপস্থিতি | মন্তব্য |
| | | আগমন | প্রস্থান | আগমন | প্রস্থান | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### (২) তালাবা হাজিরা রেজিস্টার বহি

*** বাম পৃষ্ঠায়ঃ-**

মাদরাসা- মোকাম ডাকঘর জেলা

*** ডান পৃষ্ঠায়ঃ-**

মাস- সন

*** উভয় পৃষ্ঠা মিলিয়েঃ-**

| ক্রমিক নং | নাম | ভর্তি নং | ভর্তির তারিখ | শুরু সবক | হাজিরা | | | | | মোট উপস্থিতি | মোট অনুপস্থিতি | শেষ সবক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | | | | |

### (৩) হিফজ খানার তালাবা হাজিরা রেজিস্টার বহি

*** বাম পৃষ্ঠায়ঃ- (উপরে)**

মাদরাসা- মোকাম - ডাকঘর - জেলা-

*** ডান পৃষ্ঠায়ঃ- (উপরে)**

মাস- সন-

*** উভয় পৃষ্ঠা মিলিয়েঃ-**

| ক্রমিক নং | নাম | ভর্তি নং | ভর্তির তারিখ | শুরু সবক | হাজিরা | | | | | মোট উপস্থিতি | মোট অনুপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | | | |

**নোট : ভর্তির তারিখের ঘরে মাদরাসায় যখন প্রথম ভর্তি হয়েছিল সেই তারিখ উল্লেখ করতে হবে।**

# (৪) ছাত্র ভর্তি ফরম

ফরম নং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাদরাসা/জামেয়া- নতুন/পুরাতন

ঠিকানা :-

নাম- পিতার নাম- পেশা-

জন্ম তারিখ- বয়স- উপজেলা-

জেলা-

অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা-

পূর্বে কোন প্রতিষ্ঠানে পড়েছেন-

কী পড়েছেন-

ইমতেহানের ফলাফল (পুরাতনদের জন্য)

এখন কী পড়তে ইচ্ছুক-

বখেদমতে মুহতারাম হযরত মুহতামিম সাহেব, যীদা মাজদুকুম।

অধম এ মাদরাসায় দাখিল হয়ে সহীহ দীনি তা'লীম হাসিল করার ইচ্ছা নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মাদরাসার যাবতীয় নিয়ম ও কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আশা করি, দাখিলের অনুমতি প্রদান করে তা'লীম হাসিল করার সুযোগ দানে মর্জি করবেন।

আরজগুজার

দস্তখত-

তারিখ-

## তালেবে ইলমগণের

# অঙ্গীকারনামা

আমি এই অঙ্গীকার করছি, দীনি তা'লীম হাসিলের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন, পরকালের মুক্তি, নিজের মধ্যে থাকা সর্বপ্রকার জাহালাত দূর করে ইলম হাসিল করা, সমাজ থেকে সর্ব প্রকার জাহালাত দূর করে সকলের নিকট ইলম পৌঁছানো এবং আল্লাহর জমিনে তাঁর মনোনীত দীন ইসলামকে বিজয়ী করা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করছি এবং আমি শরীয়তসম্মত জীবন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর থাকব বলে ওয়াদা করছি।

আমি আরও ওয়াদা করছি, মাদরাসার যাবতীয় নিয়ম ও নীতি মেনে চলব। শৃঙ্খলা বজায় রাখব। উলামায়ে কিরামের, তালেবে ইলমদের এবং মাদরাসার মান-সম্মান ও সম্পদের কোনো প্রকার ক্ষতি হয় এমন ধরনের কোনো কাজে লিপ্ত হবো না। আসাতিযায়ে কেরামের সন্তুষ্টি অর্জন করে তালীম ও তরবিয়ত হাসিলের চেষ্টায় সর্বদা রত থাকব।

আমি আরও ওয়াদা করছি, সকল প্রকার চরিত্রহীনতা, অশালীন কাজকর্ম ও শরীয়তের নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে দূরে থাকব। একাগ্রচিত্তে তা'লীম হাসিলের জন্য মেহনত করব। কানায়াত, তাওয়াজূ, জুহদ ও তাকওয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত রিজিকের ওপর সন্তুষ্টি, বিনয়, পার্থিব মোহমুক্ত থাকা, আল্লাহভীরুতা এখতিয়ার করব। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতের উপর আমল করব। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, আসলাফ ও আকাবিরের অনুসারী হয়ে জীবন গড়ে তুলব। দেওবন্দী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন পরিচালনা করব।

আমার দেওয়া এ অঙ্গীকারনামা আমি বারবার পড়ব এবং স্মরণ করে চলব। আল্লাহ পাকের তাওফিক কামনা করছি। আমীন। সুম্মা আমীন!

অঙ্গীকারদাতার দস্তখত-